POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى إِثْمًا عَظِيْمًا (النساء:49)

আল্লাহ্ ইহা আদৌ ক্ষমা করিবেন না যে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করা হউক; এবং ইহা অপেক্ষা লঘু অপরাধকে তিনি যাহার জন্য চাহিবেন ক্ষমা করিবেন, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করে সে এক মহা পাপ করে।

(সূরা নিসা, আয়াত: ৪৯)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 35

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার, 27 আগস্ট, 2020 ● 7 মহররম 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

বা-জামাত নামাযের গুরুত্ব

● হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যখন তোমরা 'ইকামত'এর তকবীর শুনতে পাও, তখন তোমরা এমনভাবে নামাযের জন্য এস, যেন প্রশান্তি এবং মর্যাদা তোমাদের আবরণ হয় আর তোমরা নামাযে ত্বরাপ্রবণ হয়ো না। যে রাকাতের সঙ্গ পাও সেটি পড় আর যেটি অবশিষ্ট থাকে সেটি পূর্ণ কর।

(বুখারী, কিতাবুল আযান)

● হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: 'সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ রক্ষিত আছে, আমার মনে হয়েছে যে লোকদের জ্বালানী কাঠ একত্রিত করার নির্দেশ দিই এবং বলি যে আযান দেওয়া হোক। এরপর কোনও ব্যক্তিকে মানুষকে নামায পড়ানোর নির্দেশ দিয়ে সেই সব লোকেদের কাছে পৌঁছে যাই যারা নামাযে আসে নি। এবং ঘরবাড়িসহ তাদেরকে জ্বালিয়ে দিই। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, এদের মধ্যে যদি কেউ জানত যে একটি বড় মাংসপিণ্ড কিম্বা দুটি মাংসল পা পাবে, তবে সে (এর জন্য) এশার নামাযে অবশ্যই উপস্থিত থাকত।

(বুখারী, কিতাবুল আযান)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: বা-জামাত নামায একাকী নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ শ্রেয়।

(বুখারী, কিতাবুল আযান)

এই সংখ্যায়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চ্যালেঞ্জ

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৭ জুলাই, ২০২০ (পূর্ণাঙ্গ)

হুযুর আনোয়ারের ইউরোপ সফরের রিপোর্ট

মানুষ সালেহ বা সৎকর্মশীল হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজেকে ভ্রান্ত মতবাদ থেকে পবিত্র করে এবং তার কর্মও 'ফাসাদ' বা ত্রুটি থেকে মুক্তি হয়। অর্থ-সম্পদ অপচয়কারী সম্পদ নষ্ট করে, কিন্তু খোদার পথে ব্যয়কারী প্রতিদানে সেই সম্পদের থেকে অনেক বেশি ফিরে পায় যা সে খরচ করে থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সূরা আসর এ দুই শ্রেণীর মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণী হল পুণ্যবান ও পবিত্রচেতাগণ, অপরটি হল অবিশ্বাসী এবং পাপাচারীদের দল। অবিশ্বাসী এবং পাপাচারীদেরকে সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। অপর শ্রেণী সম্পর্কে বলা হয়েছে, إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ অর্থাৎ একটি দল ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তাদেরকে ব্যতিরেকে যারা বিশ্বাসী এবং সৎকর্মশীল। এর থেকে আমরা জানতে পারি যে, যারা অবিশ্বাসী এবং সৎকর্মশীল নয়, তারা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। আরবী শব্দ 'সালাহ' (অর্থাৎ সঠিক হওয়া কিম্বা পুণ্যবান হওয়া), সেক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে 'ফাসাদ' (আরবীতে যার অর্থ দুর্নীতিগ্রস্ত এবং গুণহীন) এর চিহ্নমাত্র নেই। মানুষ সালেহ বা সৎকর্মশীল হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজেকে ভ্রান্ত মতবাদ থেকে পবিত্র করে এবং তার কর্মও 'ফাসাদ' বা ত্রুটি থেকে মুক্তি হয়। 'মুত্তাকি' (পুণ্যবান) শব্দটি 'ইফতিয়াল' ক্রমের বিন্যাস, যা অতিরিক্ত চেষ্টা বা সাধনার অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে মুত্তাকিকে প্রচুর সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে পাপ সংঘটিত হলে আত্মা তাকে ধিক্কার দেয়, যেটিকে 'নফসে লাওয়ামা' বলা হয়। মানুষ যখন পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে তখন তার প্রবৃত্তি তাকে মন্দ কর্মে প্ররোচিত করে, যেটিকে বলা হয় 'নফসে আম্মারা'। এবং সংগ্রামরত অবস্থাকে জয় করে আত্মা সেই অবস্থায় প্রবেশ করে যেখানে সে প্রশান্তি লাভ করে। এই অবস্থার নামই হল 'নফসে মুতমাইন্নাহ'। মুত্তাকি ব্যক্তি অবাধ্য প্রবৃত্তি থেকে উন্নীত হয়ে, যেখানে পাপের প্রতি প্রবণতা থাকে, সেই অবস্থায় উত্তীর্ণ হয় যেখানে আত্মা তাকে পাপের জন্য তিরস্কার করে। এই কারণেই মুত্তাকি ব্যক্তির যে বিশিষ্ট মর্যাদার উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি হল তারা নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করে বা দাঁড় করায়, যেন এটিও সংগ্রামরত অবস্থা। কুমন্ত্রণা এবং সংশয় এসে বার বার তাদেরকে ভয়বিহ্বল করে, কিন্তু তারা বিচলিত হয় না। আর এই কুমন্ত্রণা তাদেরকে অসহায় করে তুলতে পারে না। তারা বার বার খোদা তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে এবং খোদার সমীপে কাকুতি মিনতি করে, ক্রন্দন করতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা জয় লাভ করে। অনুরূপভাবে খোদার পথে সম্পদ ব্যয় করার সময়ও শয়তান তাকে বাধা দেয়, এবং খোদার পথে ব্যয় ও অর্থ অপচয় করাকে তার কাছে এক করে দেখায়, যদিও এর মাঝে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। অর্থ-সম্পদ অপচয়কারী সম্পদ নষ্ট করে, কিন্তু খোদার পথে ব্যয়কারী প্রতিদানে সেই সম্পদের থেকে অনেক বেশি ফিরে পায় যা সে খরচ করে থাকে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-وِمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

বস্তুত 'সালাহ' অবস্থায় মানুষের যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক, তা সে ধর্মবিশ্বাসের ত্রুটি হোক বা কর্মের ত্রুটি হোক। যেমন, মানুষের শরীর সুস্থ-সবল থাকে যখন এর প্রাথমিক উপাদানগুলি স্বাভাবিক মাত্রায় থাকে; কোনও উপাদানের মাত্রাধিক্য কিম্বা ঘাটতি থাকে না। যদি একটি মাত্র উপাদানও অস্বাভাবিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়, সেক্ষেত্রে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে মানুষের আত্মার সুস্থতাও নির্ভর করে সমতার উপর। কুরআন করীমের পরিভাষায় এই সমতাকেই 'সিরাতাল মুসতাকিম' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। 'সালাহ' অবস্থায় মানুষ সম্পূর্ণরূপে খোদার প্রতি উৎসর্গিত হয়ে যায়, হযরত আবু বাকার সিদ্দীক এর অবস্থা যেমনটি ছিল। মানুষ 'সালাহ' অবস্থা থেকে ক্রমশ উন্নতি করে অবশেষে প্রশান্তির অবস্থায় উপনীত হয়। আর এখান থেকেই তার বক্ষ উন্মোচন হয়। যেমনটি রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ বক্ষ উন্মোচনের অবস্থা আমার বর্ণনার অতীত।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭১-১৭২)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর পুরস্কার সম্বলিত চ্যালেঞ্জ (২)

আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেছি

إِنَّ السُّمُوْمَ لَشَرُّ مَا فِي الْعَالَمِ ۞ شَرُّ السُّمُوْمِ عَدَاوَةُ الصُّلَحَاءِ

পাদ্রী ইমাদুদ্দীন একজন আরবী ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে ধর্মীয় কিম্বা জাগতিক বিষয় নিয়ে অন্তত আধ ঘন্টা সময় কথোপকথন করে দেখাক, যাতে মানুষ জানতে পারে যে সে সহজ সরল এবং আরবী বাগধারা প্রয়োগে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে কি না। আমি জানি সে এমনটি করতে পারবে না, আর আমি এবিষয়েও নিশ্চিত যে, যদি আরবী ভাষাভাষী কোনও ব্যক্তির সামনে তাকে কথা বলার জন্য দাঁড় করানো হয়, তবে সে আরবদের বর্ণনা শৈলী ও সৌন্দর্যবোধ অনুযায়ী ছোট্ট একটি গল্প পর্যন্ত শোনাতে পারবে না। আর অজ্ঞতার পঙ্কিলে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। সন্দেহ থাকলে, দোহাই তাকে পরীক্ষা করে দেখা হোক। আমি নিজে এর দায়িত্ব নিচ্ছি, পাদ্রী ইমাদুদ্দীন যদি আমার কাছে আবেদন করেন, তবে কোনও আরবী ভাষাভাষীর মানুষের ব্যবস্থা করে একটি জলসার ব্যবস্থা করব, যেখানে কিছু গণ্যমান্য হিন্দু, কিছু সংখ্যক মুসলমান মৌলবীও উপস্থিত থাকবেন। আর ইমাদুদ্দীন সাহেব নিজেও অবশ্যই যেন কিছু সংখ্যক খৃষ্টান ভাইদের সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। অতঃপর উক্ত জনসভায় ইমাদুদ্দীন সাহেব প্রথমত কোনও গল্প আরবী ভাষায় শোনাবেন, যা সম্পর্কে তাঁকে সভাস্থলেই জানানো হবে। এরপর সেই একই গল্প তাঁর সামনে থাকা আরব অধিবাসী নিজের মাতৃভাষায় উপস্থাপন করবেন। সব শেষে বিচারকগণ যদি এই রায় ঘোষণা করেন যে ইমাদুদ্দীন সাহেব সঠিকভাবে আরবদের ভাবধারা ও সৌন্দর্যবোধ অনুসারে সাহিত্যিক মানের বক্তব্য রেখেছেন, তবে আমি স্বীকার করে নিব যে আরবী ভাষা নিয়ে তার সমালোচনা আশ্চর্যের কিছু নয়। উপরন্তু তৎক্ষণাৎ তাকে পঞ্চাশ রুপি পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হবে। কিন্তু সেই সময় ইমাদুদ্দীন সাহেব যদি বাগ্মী ও সাবলীল বক্তব্যের পরিবর্তে যদি নিজের কদর্য ও ত্রুটিপূর্ণ বক্তব্যের দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেন কিম্বা নিজের লাঞ্ছনা ও অক্ষমতার ভয়ে প্রকাশ্যে এই ঘোষণা না দেন যে তিনি এমন প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থাকবেন, তবে মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত' বলা ছাড়াই আমি আর কিই বা করতে পারি? একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ইমাদুদ্দীন সাহেব যদি পুনরায় জন্ম নিয়েও আসেন,তবু তিনি আরবী ভাষাভাষীর মানুষের মোকাবেলা করতে পারবেন না। যদি ধরে নেওয়া হয় যে তিনি আরবী ভাষাভাষীর মানুষের সামনে কথা বলতে অক্ষম, তৎক্ষণাৎ মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেন, তবে এমতাবস্থা সেই সব খৃষ্টান এবং হিন্দুদের বিবেক-বুদ্ধির জন্য হাজার বার পরিতাপ ও দুই হাজার বার অভিসম্পাত, যারা এমন এক নির্বোধের রচনাকে বিশ্বাস করে এই অতুলনীয় গ্রন্থের বাগ্মীতা ও রচনা শৈলীর উপর আপত্তি করেছে, যা আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যার মহান মর্যাদা আরবের সকল বাক্যবাগীশ বিদ্বান স্বীকার করেছে। এমনকি এটি অবতীর্ণ হওয়ার পর 'সাবাহ মুয়াল্লাকা' (কাবার দরজা থেকে) মক্কায় অপসারিত হয় এবং সেই সময় উক্ত গীতিকাব্যের একমাত্র জীবিত কবিও নির্দ্বিধায় এর উপর ইমান আনে।

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩২, টীকা-১১)

রূহানী খাযায়েনের ২য় খণ্ডের প্রথম পুস্তক 'পুরানী তাহরীরেঁ'। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর ১৮৭৯ সালের বিভিন্ন রচনা সংকলন এই পুস্তকটি ১৮৯৯ সালে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়, ইতিপূর্বে যা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল। তিনি এই পুস্তকে পণ্ডিত খড়ক সিংকে পাঁচশ রুপি পুরস্কারের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন যার বিবরণ নিম্নরূপ:

অমৃতসরের আর্যসমাজের এক সভ্য ও সদস্য পণ্ডিত খড়ক সিং সাহেব কাদিয়ান আসেন এবং এখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে মোবাহাসা বা তর্কযুদ্ধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এমন সুযোগের অপেক্ষাতেই থাকতেন যার দ্বারা ইসলামের নাম উজ্জ্বল হয়। তিনি (আ.) তৎক্ষণাত মোবাহাসার আহ্বান গ্রহণ করেন। তাই নির্ধারিত হয় যে মোবাহাসা হবে হিন্দুদের পুনর্জন্ম মতবাদের উপর। পণ্ডিত খড়ক সিং পুনর্জন্মের প্রমাণে বেদের দলিল আনবেন আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর খণ্ডনে কুরআন মজীদের দলিল উপস্থাপন করবেন। এভাবে বেদ ও কুরআনের মধ্যে মোকাবেলা হয়ে যাবে যে, বাস্তবে কোনটি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পুনর্জন্মের মতবাদের খণ্ডনে নিজের প্রবন্ধ জনসমক্ষে পাঠ করে শোনান। এবার পালা ছিল খড়ক সিংহ সাহেবের, যিনি পুনর্জন্মের স্বপক্ষে বেদের শ্লোক উপস্থাপন করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দলিল প্রমাণ খণ্ডন করে দেখাতেন। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় কেবল দুটি শ্লোক উপস্থাপন করেন, তাঁর মতে যেগুলিতে নাকি পুনর্জন্মের উল্লেখ রয়েছে। অপরদিকে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দলিলকেও খণ্ডন করেন নি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'তাঁর জন্য কুরআনের দলিলের বিপক্ষে তাঁদের বেদের শিক্ষা আমাদের শোনানো আর বেদ নাকি যাবতীয় জ্ঞান ও ঔৎকর্ষের উৎস, তাঁর দীর্ঘকালের এই দাবি প্রমাণ করে দেখানো আবশ্যক ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি কিছুই বলতে পারলেন না, অসহায় ও নিরুপায় হয়ে নিজের গ্রামের দিকে প্রস্থান করলেন। "

(পুরানী তাহরীরেঁ, রূহানী খাযায়েন,২য় খণ্ড, পৃ: ৪)

গ্রামে গিয়ে পণ্ডিত খড়ক সিং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখলেন যে, তিনি কোন পত্রিকার মাধ্যমে পুনর্জন্মের বিষয়টির উপর কুরআন বনাম বেদ মোকাবেলা করতে চান। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর এই অনুরোধ স্বীকার করে নেন। তিনি (আ.) লেখেন,'যে প্রবন্ধ আমি সাধারণ সভায় আপনাকে শুনিয়েছি, কুরআন মজীদে যে দলিল ও যুক্তি-প্রমাণ লেখা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে কুরআনী আয়াত দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে, আমার এই প্রবন্ধের উত্তরে আপনি নিজের প্রবন্ধ 'সফীরে হিন্দ' কিম্বা 'ব্রাদারে হিন্দ' পত্রিকায় প্রকাশ করুন। মানুষ নিজেই সিদ্ধান্ত নিবে। মধ্যস্থতাকারী এবং বিচারক হিসেবে তিনি পাদ্রী রজব আলি এবং ব্রহ্মসমাজের পণ্ডিত শিব নারায়ণের নাম প্রস্তাব করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পাঁচশ রুপি পুরস্কার ঘোষণা করে লেখেন,

'এবং অবশেষে মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি যে, আমি এর পূর্বে ১৮৭৮ সনে পুনর্জন্ম মতবাদ খণ্ডন করে পাঁচশ রুপি পুরস্কার ঘোষণা সংবলিত একটি ইশতেহারে দিয়েছিলাম, সেই ইশতেহার এখন এই প্রবন্ধের সঙ্গেও পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি পণ্ডিত খড়ক সিং সাহেব কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে আমার সমস্ত দলিলগুলির উত্তর বেদ থেকে দিয়ে খণ্ডন করে দেখান, তবে নিঃসন্দেহে ইশতেহারে দেওয়া অর্থরাশি পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। আর আমার অনুরোধ বিশেষ করে পণ্ডিত খড়ক সিং এর প্রতি, যাঁর দাবি তিনি পাঁচ মিনিটে উত্তর দিতে পারেন, তাঁকে অনুরোধ করব এখন খৃষ্টধর্ম ও ব্রহ্ম সমাজের প্রখ্যাত আলেমগণের সমক্ষে নিজের জ্ঞানের সক্ষমতার পরিচয় দিন। "

(পুরানী তাহরীরেঁ, রূহানী খাযায়েন,২য় খণ্ড, পৃ: ৫)

সুধী পাঠকবৃন্দ! এই তর্কযুদ্ধে খড়ক সিং এমন লজ্জিত ও অপদস্ত হন যে বেদের প্রতি তার ভালবাসা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বেদকে বিদায় জানিয়ে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন-

'এই মুহূর্তে আরও এক পণ্ডিত সাহেবকেও মনে পড়ছে, যাঁর নাম খড়ক সিং। তিনি বেদের সমর্থনে তর্কযুদ্ধ করার জন্য কাদিয়ান আসেন আর কাদিয়ানের আর্যদের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে যায় যে তাদের পণ্ডিত এমন বিদ্বান যে চারটি বেদ তাঁর মুখস্ত। কিন্তু যখন বাহাস বা তর্ক শুরু হল, তখন পণ্ডিত সাহেবের এমনই দুর্দশা হল যে তাঁর মুখে কোন কথাই ফুটল না, তিনি বেদের পরিচয়ও ভুলে গেলেন। জাগতিকতার কারণে ইসলাম গ্রহণ করলেন না, কিন্তু কাদিয়ান থেকে ফিরে গিয়েই বেদকে বিদায় জানিয়ে ব্যাপ্টিসম গ্রহণ করেন। আর অমৃতসরের রিয়াজে হিন্দ এবং চশমায়ে নুর পত্রিকায় যে লেকচার ছাপিয়েছিলেন, সেখানে পরিস্কারভাবে লেখা আছে যে বেদ ঐশী জ্ঞান এবং সত্য থেকে বঞ্চিত, অতএব এটি খোদার বাণী হতে পারে না"।

(শাহনায়ে হক, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬০)

এখন পুনর্জন্ম প্রসঙ্গে কিছু বর্ণনা করব, যেটি হিন্দুদের একটি ধর্মবিশ্বাস। এটিকে আবাগমণও বলা হয়ে থাকে। তাদের বিশ্বাস, পৃথিবীতে যা কিছু জীবন্ত আমরা দেখতে পাই, আসলে প্রত্যেকেই তারা পূর্ব জন্মে মানুষ ছিল। এখন পূর্বের কোন পাপের কারণে পাপের প্রকারভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে পরের সংখায় আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। (ক্রমশ...)

জুমআর খুতবা

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন,'সাআদ বিন মুআয (রা.)-এর জানাযায় সত্তর হাজার ফিরিশতা উপস্থিত হয়েছেন, যাঁরা পূর্বে কখনও পৃথিবীতে অবতরণ করেন নি।

আঁ হযরত (সা.) এর মর্যাদাবান বদরী সাহাবী এবং তাঁর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ও বিশ্বস্ত মহান নেতা হযরত সাআদ বিন মুআয (রা.)এর পুণ্যময় জীবনী, ত্যাগ-স্বীকার, ইসলামের সেবা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা

নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, ইসলামসেবা এবং রসূলপ্রেমের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন যা খুব কম মানুষই অর্জন করতে পারে। নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, ইসলামসেবা এবং রসূলপ্রেমের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন যা খুব কম মানুষই অর্জন করতে পারে। তার চালচলন ও উঠাবসা থেকে প্রতীয়মান হতো যে, ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি ভালোবাসা তার আত্মার খাদ্যস্বরূপ। আর তিনি স্বীয় গোত্রপ্রধান ছিলেন বিধায় তার আদর্শ আনসারদের মাঝে অতি গভীর ও কার্যকরী প্রভাব রাখতো।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঈমান আনয়নকারী,মক্কায় কষ্ট সহনকারী, নবী করীম (সা.) দেহরক্ষী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনকারী দ্বীনে ইসলাম এবং খিলাফতের প্রতি আত্মাভিমান পোষণকারী অশ্বরোহী বীর যোদ্ধা হযরত সআদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)–এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

মাননীয় মাস্টার আব্দুসসামী খান সাহেব (রাবেয়া), মাননীয় সৈয়্যদ মুজীবুল্লাহ্ সাহেব (লন্ডন) সাহেব এবং দীর্ঘকাল আল্লাহ্‌র পথে বন্দীদশা কাটানো মাননীয় নঈমুদ্দীন সাহেবের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং নামাযে জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ১৭ ই জুলাই , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (১৭ ওফা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: গত খুতবায় হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। আহযাবের যুদ্ধ এবং হযরত সা'দ বিন মুআয এর উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন যে,

"এই যুদ্ধে মুসলমানদের খুব একটা প্রাণহানি ঘটে নি। অর্থাৎ শুধু পাঁচ-ছয়জন শহীদ হন। কিন্তু অওস গোত্রের সর্বমহান নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.) এত গুরুতরভাবে আহত হন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত তা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি আর এটি মুসলমানদের জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি ছিল। কাফিরদের বাহিনীর মাত্র তিনজন নিহত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে কুরাইশরা এমনভাবে ধাক্কা খায় যে, এরপর তারা আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে এভাবে দল গঠন করে বের হওয়ার বা মদিনায় আক্রমণ করার সাহস পায় নি। আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৯৫)

যেমনটি গত খুতবায় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, আগামীতে কাফিররা আমাদের ওপর আক্রমণ করার সাহস পাবে না। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) পরিখার যুদ্ধে হাতের কব্জিতে আঘাত পান, যার ফলশ্রুতিতে তার শাহাদত হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি পরিখার যুদ্ধের দিন বের হই আর মানুষের পশ্চাতে হাঁটছিলাম, তখন পিছনে পদধ্বনি শুনতে পাই। আমি পিছন ফিরে দেখি হযরত সা'দ বিন মুআয তার ভ্রাতুষ্পুত্র হারেস বিন অওস এর সাথে ঢাল হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি মাটিতে বসে পড়ি। হযরত সা'দ বিন মুআয এই রণসঙ্গীত পাঠ করতে করতে আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে যান যে,

لَبِّثْ قَلِيلًا يُدْرِكُ الْهَيْجَا جَمَلْ مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الْأَجَلْ!

অর্থাৎ কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর যতক্ষণ না বাহন উপস্থিত হয়। মৃত্যু কতই না উত্তম হয়ে থাকে যখন নির্ধারিত সময় এসে যায়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত সা'দ বিন মুআয এর দেহে একটি বর্ম ছিল,তার উভয় পার্শ্ব তার (বর্মের) বাইরে ছিল। অর্থাৎ স্থূল দেহ হওয়ার কারণে বা শরীর প্রশস্ত হওয়ার কারণে বর্ম থেকে বাইরে বেরিয়েছিল। তিনি বলেন, এ কারণে হযরত সা'দের উভয় পার্শ্ব আহত হওয়ার বিষয়ে আমার আশঙ্কা হয় কেননা, সেগুলো বর্মের বাইরে ছিল। হযরত সা'দ দীর্ঘকায় এবং ভারী গঠন গড়নের লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২২)

হযরত সা'দ বিন মুআযকে ইবনে আরেকা আঘাত করেছিল। ইবনে আরেকার নাম ছিল হাব্বান বিন ইবনে মুনাফ। সে বনূ আমের বিন লোঈ গোত্রের সদস্য ছিল। তার পিতার নাম ছিল আরেকা।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭১)

হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সা'দ বিন মুআয এর বাহুর ধমনীতে তির বিদ্ধ হলে মহানবী (সা.) নিজ হাতে তিরের ফলা বের করে পরবর্তীতে সেই ফলা দিয়ে ক্ষতস্থানটিকে কেটে সেখানে গরম সেঁক দেন। অতঃপর তা ফুলে যায়। তিনি (সা.) সেটিকে পুনরায় কেটে আবার গরম সেঁক দেন। (সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাম, হাদীস-২২০৮)

হযরত আয়েশা(রা.) বলেন, মুশরিকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ইবনে আরেকা হযরত সা'দ বিন মুআয এর প্রতি তির নিক্ষেপ করছিল। সে একটি তির নিক্ষেপ করার সময় বলে, এই নাও, আমি হলাম ইবনে আরেকা। সেই তির হযরত সা'দ (রা.)'র বাহুর ধমনীতে বিদ্ধ হয়, আহত হয়ে হযরত সা'দ আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! বনু কুরায়যার বিষয়ে আমাকে আশ্বস্ত না করা পর্যন্ত তুমি আমাকে মৃত্যু দিও না।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২২)

হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, পরিখার যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ আহত হন। কুরাইশদের এক ব্যক্তি হাব্বান বিন আরেকা তার কব্জিতে তির নিক্ষেপ করেছিল। মহানবী (সা.) তার জন্য মসজিদে একটি তাঁবু খাটিয়েছিলেন যেন কাছে থেকে তার শুশ্রূষা করতে পারেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২৫)

হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ (রা.)-এর ক্ষত শুকিয়ে সেরে যাচ্ছিল, তিনি তখন দোয়া করেন, "হে আল্লাহ্! তুমি

জান যে, তোমার পথে সেই জাতির বিরুদ্ধে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় আমার আর কিছু নেই যারা তোমার রসূলকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁকে দেশান্তরিত করেছে। হে আল্লাহ্! আমি মনে করি তুমি আমাদের ও তাদের মাঝে যুদ্ধের ইতি টেনে দিয়েছ। কুরাইশদের সাথে যুদ্ধের কিছু অবশিষ্ট থাকলে তাদের মোকাবিলা করার জন্য তুমি আমাকে জীবিত রাখ। অর্থাৎ যদি আরো কোন যুদ্ধ হওয়ার থাকে তাহলে আমাকে সে সময় পর্যন্ত জীবিত রাখ যাতে আমি তোমার পথে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি, আর তুমি যদি তাদের এবং আমাদের মাঝে যুদ্ধের ইতি টেনে দিয়ে থাক, যেমনটি আমি ভাবছি, তাহলে আমার ধমনী খুলে দাও আর এই আঘাতকে আমার শাহাদতের কারণ বানিয়ে দাও।" হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সেই রাতেই ক্ষতস্থান বিদীর্ণ হয়ে যায় আর তা থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। বনু গাফ্ফার গোত্রের লোকেরা মসজিদে নববীতে তাঁবুতে অবস্থান করছিল। রক্ত গড়িয়ে যখন তাদের কাছে পৌঁছে তখন তারা ভয় পেয়ে যায়। লোকেরা বলে, হে তাঁবুর বাসিন্দাগণ! এই রক্ত কার যা তোমাদের দিক থেকে আমাদের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে? অবশেষে দেখা যায়, হযরত সা'দ (রা.)-এর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল আর এর ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর রক্তক্ষরণ শুরু হলে মহানবী (সা.) উঠে তাঁর কাছে যান এবং তাঁকে নিজের বুকে টেনে নেন। মহানবী (সা.)-এর মুখ এবং দাড়িতে রক্ত লাগছিল। কেউ তাঁকে (সা.) রক্ত থেকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করছিল, অর্থাৎ রক্তক্ষরণের কারণে মানুষ চেষ্টা করছিল যাতে তাঁর (সা.) গায়ে রক্ত না লাগে, তিনি (সা.) তত বেশি হযরত সা'দ (রা.)'র কাছে আসতে থাকেন। এমনকি হযরত সা'দ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর ক্ষতস্থান যখন ফেটে যায় আর মহানবী (সা.) তা জানতে পারেন, তখন তিনি তার কাছে আগমন করেন এবং তার মাথা নিজের কোলে তুলে নেন আর তাকে সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর মহানবী (সা.) দোয়া করেন, "হে আল্লাহ্! সা'দ তোমার পথে জিহাদ করেছে এবং তোমার রসূলের সত্যায়ন করেছে আর তার ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সে তা পালন করেছে, অতএব তুমি তার আত্মাকে সেই কল্যাণে ধন্য করে গ্রহণ কর যা দ্বারা তুমি কারো আত্মাকে গ্রহণ করে থাক।" তখনও হযরত সা'দ (রা.)-এর কিছুটা চৈতন্য ছিল, অর্থাৎ তখন তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ছিলেন, মহানবী যখন (সা.)-এর কথা বা দোয়া শুনে তিনি তার চোখ খুলেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল। হযরত সা'দ (রা.)-এর পরিবারের লোকেরা যখন দেখলো যে, মহানবী (সা.) হযরত সা'দের মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়েছেন তখন তারা ভয় পেয়ে যায়, মহানবী (সা.)-কে যখন একথা জানানো হয় যে, সা'দ এর মাথা আপনার কোলে দেখতে পেয়ে তার পরিবারের লোকেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে আমার দোয়া হলো, এখন তোমরা যত জন এই গৃহে উপস্থিত আছ তত সংখ্যক ফিরিশতা যেন হযরত সা'দ এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২৫-৩২৬)

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-কে উপহার স্বরূপ মসৃণ রেশমী কাপড়ের একটি জামা বা জোব্বা দেওয়া হয়। তিনি (সাধারণত) রেশমী কাপড় পরিধান করতে বারণ করতেন (তাই) সেই কাপড়টি দেখে মানুষ বিস্মিত হয়। মহানবী (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ রয়েছে। জান্নাতে সা'দ বিন মুআয-এর রুমাল এর চেয়েও অধিক সুন্দর হবে– এটি বুখারীর হাদীস।

(সহী বুখারী কিতাবুল হাদিয়া, হাদীস-২৬১৫)

তারা হাতে কাপড় দেখে ভেবেছিল মহানবী (সা.) হয়ত এটি ব্যবহার করবেন, অথচ ইতিপূর্বে তিনি এটি বারণ করতেন। কিন্তু যাহোক, তিনি (সা.) এটি দেখে বলেন, তোমরা এতে অবাক হচ্ছ। আসলে অন্যান্য হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, মানুষ এটি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে। যেমনটি মুসলিম শরীফের হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। সেই হাদিসটি হলো, হযরত বারা' (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর সকাশে একটি রেশমী জামা বা জোব্বা উপঢৌকন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যেটিকে তাঁর সাহাবীরা স্পর্শ করে দেখতে থাকে আর এর কোমলতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কি এর কোমলতা দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ, নিশ্চিতভাবে জান্নাতে সা'দ বিন মুআয-এর রুমাল এর চেয়েও অধিক উন্নতমানের এবং কোমল হবে।

(সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযায়েলিস সাহাবা, হাদী-২৪৬৮)

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, সা'দ বিন মুআযের মৃত্যুতে আরশও কেঁপে উঠেছে– এটি বুখারী শরীফের হাদীস।

(সহী বুখারী, কিতাবু মানাকিবি সআদ বিন মাআয, হাদীস-৩৮০৮)

আর মুসলিম শরীফে এটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন মুআযের জানাযা সামনে রাখা ছিল, তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, এর কারণে রহমান খোদার আরশও কেঁপে উঠেছে। (সহী মুসলিম ফাযায়িলিস সাহাবা, হাদীস-২৪৬৭)

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ও কিছুটা ব্যাখ্যা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এভাবে উল্লেখ করে লিখেছেন, 'অওস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন মুআয-এর হাতের কব্জিতে পরিখার যুদ্ধের সময় যে আঘাত লেগেছিল তা অনেক চিকিৎসার পরও ভালো হচ্ছিল না। ক্ষত ভাল হয়ে আবার ফেটে যেতো। তিনি যেহেতু অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একজন সাহাবী ছিলেন আর মহানবী (সা.) তার সেবা-শুশ্রূষার প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন, তাই তিনি (সা.) পরিখার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তার সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান রেছিলেন যে, তাকে যেন মসজিদের উঠানে একটি তাঁবুতে রাখা হয়, যাতে করে তিনি (সা.) সহজেই তার সেবা-শুশ্রূষা করতে পারেন। রাফীদা নামের এক মুসলিম নারীকে সেই তাঁবুতে নিয়োগ করা হয়, যিনি অসুস্থদের সেবাশুশ্রূষা বা নার্সিং-এ বেশ দক্ষতা রাখতেন। অর্থাৎ সেটি এমন তাঁবু ছিল যাতে রোগীদের রাখা হতো আর সাধারণত এই নারী মসজিদের আঙিনায় তাঁবু খাটিয়ে আহত মুসলমানদের চিকিৎসা করতেন। কিন্তু এরূপ অসাধারণ যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও সা'দের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি আর সেদিনগুলোতেই বনু কুরায়যার ঘটনাও ঘটে, যার ফলে তাকে অস্বাভাবিক পরিশ্রম করতে হয় ও কষ্ট সহ্য করতে হয় আর এর ফলে তার দুর্বলতা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। সেই দিনগুলোতেই এক রাতে হযরত সা'দ (রা.) খুবই কাকুতিমিনতির সাথে এই দোয়া করেন যে, হে আমার প্রভু! তুমি জান, সে জাতির বিরুদ্ধে আমার হৃদয়ে জিহাদের বাসনা কত প্রবল যারা তোমার রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁকে তার স্বদেশ থেকে দেশান্তরিত করেছে। হে আমার প্রভু! আমি মনে করি এখন আমাদের এবং কুরাইশদের মাঝে যুদ্ধের অবসান ঘটেছে, কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে যদি এখনও কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে আমাকে এতটুকু অবকাশ দাও যেন আমি তোমার পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি। কিন্তু তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধের যদি অবসান ঘটে থাকে তাহলে এখন আর আমার জীবিত থাকার কোন বাসনা নেই; আমাকে এই শাহাদতের মৃত্যুর সৌভাগ্য দাও। লিখিত আছে যে, সে রাতেই সা'দের ক্ষতস্থান ফেটে এত পরিমাণ রক্তক্ষরণ হয় যে, তা গড়িয়ে তাঁবুর বাইরে পর্যন্ত চলে আসে আর লোকজন হতবিহ্বল হয়ে তাঁবুর ভেতরে যায় তখন হযরত সা'দের অবস্থা শোচনীয় ছিল আর এ অবস্থাতেই হযরত সা'দ (রা.) শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেন।

হযরত সা'দ-এর মৃত্যুতে মহানবী (সা.) খুবই মর্মাহত হন। আর বাস্তবেই, তখনকার পরিস্থি তিতে হযরত সা'দের মৃত্যু মুসলমানদের জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি ছিল। আনসারদের মাঝে হযরত সা'দ-এর পদমর্যাদা ঠিক তেমনই ছিল যেমনটি মুহাজিরদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ছিল। নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, ইসলামসেবা এবং রসূলপ্রেমের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন যা খুব কম মানুষই অর্জন করতে পারে। তার চালচলন ও উঠাবসা থেকে প্রতীয়মান হতো যে, ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি ভালোবাসা তার আত্মার খাদ্যস্বরূপ। আর তিনি স্বীয় গোত্রপ্রধান ছিলেন বিধায় তার আদর্শ আনসারদের মাঝে অতি গভীর ও কার্যকরী প্রভাব রাখতো। এমন যোগ্য একজন আধ্যাত্মিক সন্তানের মৃত্যুতে মহানবী (সা.)-এর দুঃখ পাওয়া ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু তিনি (সা.) পরম ধৈর্য ধারণ করেন এবং ঐশী সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নেন আর তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন।

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

হযরত সা'দ (রা.)-এর শবদেহ যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সা'দ-এর বৃদ্ধা মাতা (সন্তানের প্রতি) ভালোবাসার আবেগে কিছুটা উচ্চস্বরে তার জন্য বিলাপ করেন আর সেই বিলাপে তিনি তৎকালীন রীতি অনুসারে সা'দ (রা.)-এর কতিপয় গুণাবলী বর্ণনা করেন। যদিও মহানবী (সা.) নীতিগতভাবে বিলাপ করা পছন্দ করতেন না তথাপি তিনি (সা.) এই বিলাপের আওয়াজ শোনার পর বলেন, যেসব মহিলা বিলাপ করে তারা অনেক মিথ্যা বলে থাকে, কিন্তু সা'দ (রা.)-এর মাতা এখন যা কিছু বলছেন তার সবই সত্য ও সঠিক। অর্থাৎ সা'দ (রা.)-এর যেসব গুণের কথা বলা হয়েছে তার সবই সঠিক। এরপর মহানবী (সা.) তার জানাযা পড়ান এবং দাফন করার জন্য স্বয়ং সাথে যান আর তাকে সমাহিত করা পর্য ন্ত সেখানেই অবস্থান করেন এবং পরিশেষে দোয়া করার পর সেখান থেকে ফিরে আসেন।

সম্ভবত এরই ফাঁকে কোন এক সময় তিনি (সা.) বলেছেন, **'ইহতায্যা আরশুর্ রহমানে লিমওতে সা'দ'-** অর্থাৎ, সা'দ (রা.)-এর মৃত্যুতে রহমান খোদার আরশ আনন্দে দুলতে থাকে। অন্যরা এর অর্থ করেছেন প্রকম্পিত হয়েছে বা কেঁপে উঠেছে কিন্তু তিনি (রা.) অর্থ করেছেন, আনন্দে দুলতে থাকে। অর্থাৎ পরজগতে খোদার রহমত সানন্দে হযরত সা'দ (রা.)-এর রূহ বা আত্মাকে স্বাগত জানিয়েছে। এটিই হলো আরশের আনন্দে হিল্লোলিত হওয়ার অর্থ। কিছুকাল পর যখন কোন জায়গা থেকে মহানবী (সা.)-এর জন্য উপহারস্বরূপ কিছু রেশমী চাদর বা কাপড় আসে তখন সেগুলো দেখে কয়েকজন সাহাবী সেগুলোর কোমলতা ও মোলায়েম হওয়ার বিষয়টি খুবই বিস্ময়ের সাথে উল্লেখ করেন এবং এগুলোকে এক অসাধারণ জিনিস মনে করেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কি এর কোমলতায় বিস্মিত হচ্ছ? আল্লাহ্‌র কসম! জান্নাতে সা'দ (রা.)-এর চাদরগুলো এর চেয়েও অনেক বেশি কোমল এবং অধিক উন্নতমানের।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, হাদীস-৬১৩-৬১৪)

বিভিন্ন হাদীসে অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফে রুমালের কথা উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এখানে এর অর্থ করেছেন চাদর। যাহোক, আরবীতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সে দৃষ্টিকোণ থেকে কাপড়ের জন্যও সে শব্দ ব্যবহৃত হয়।

হযরত সা'দ (রা.)-এর শ্রদ্ধেয়া মাতা তার শোকে কাঁদতে কাঁদতে নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলো পাঠ করেছিলেন,

ওয়াইলুন উম্মে সা'দিন সাহাদা, বারাআতান ওয়া নাজদা

বা'দা ইয়াদিন ইয়ালাহু ওয়া মাজদা/ মুকাদ্দামান সাদ্দা বিহি মাসাদ্দা

অর্থাৎ সা'দের মাতা সা'দের বিয়োগে দুঃখভারাক্রান্ত, যিনি মেধা ও সাহসিকতার মূর্তপ্রতীক ছিলেন, যিনি মূর্তিমান বীরত্ব ও ভদ্রতা ছিলেন। সেই অনুগ্রহকারীর মাহাত্ম্যের গান গাওয়ার ভাষা নেই! যিনি সকল শূন্যতা পূর্ণকারী নেতা ছিলেন।

এটি শুনে মহানবী (সা.) বলেন, 'কুল্লুল বাওয়াকি ইয়াকযিবনা ইল্লা উম্মা সা'দ'- অর্থাৎ কারো মৃত্যুতে বিলাপকারী সকল মহিলাই মিথ্যা বলে, অপ্রয়োজনীয় কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে, শুধুমাত্র সা'দের মা ছাড়া। এটি তাবাকাতুল কুবরা পুস্তকের উদ্ধৃতি।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২৮)

হযরত সা'দ (রা.) স্থূ লকায় ব্যক্তি ছিলেন। যখন তার শবদেহ উঠানো হয় তখন মুনাফিকরা বলে, হযরত সা'দ (রা.)-এর মতো হালকা শবদেহ আমরা আর কারো দেখি নি আর এমনটি হয়েছে বনু কুরায়যা সংক্রান্ত তার সিদ্ধান্তের কারণে। অর্থাৎ তারা এটিকে নেতিবাচক রূপ দিতে চাচ্ছিল। মহানবী (স.)-কে যখন এ বিষয়ে অবগত করা হয় তখন তিনি (সা.) বলেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! সা'দের জানাযা তোমাদের কাঁধে হালকা অনুভুত হওয়ার কারণ হলো, তার জানাযা ফিরিশ্‌তারা বহন করছে। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.) বলেন, সা'দ বিন মুআযের (রা.) জানাযায় সত্তর হাজার ফিরিশ্‌ তা উপস্থিত হয়েছিলেন যারা ইতিপূর্বে কখনোই পৃথিবীতে অবতরণ করে নি।

ইমামের বাণী

তোমাদের জন্য সাহাবাগণের আদর্শ রয়েছে। লক্ষ্য কর, কিভাবে তাঁরা জগত বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২৮) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৪)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, সা'দ বিন মুআযের (রা.) জানাযা নিয়ে যাবার সময় আমি মহানবী (সা.)-কে সম্মুখভাগে হেঁটে যেতে দেখেছি।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২৯)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, যারা জান্নাতুল বাকী তে হযরত সা'দ বিন মুআযের কবর খনন করেছিলেন, আমিও তাদের একজন ছিলাম। আমরা যখনই কবরের কোন অংশের মাটি খনন করি, তখনই কস্তুরির সুবাস পাই আর এভাবে আমরা লাহাদ বা কবরের নিম্নস্তরে পৌঁছে যাই। আমাদের কবর খনন সম্পন্ন হলে মহানবী (সা.) আসেন। হযরত সা'দের (রা.) জানাযা খননকৃত কবরের পাশে রাখা হয়। এরপর মহানবী (সা.) সা'দের জানাযা পড়ান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জান্নাতুল বাকীতে এত অধিক সংখ্যায় লোক দেখতে পেলাম যেন জান্নাতুল বাকী ছিল লোকে লোকারণ্য।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩০)

আব্দুর রহমান বিন জাবের নিজ পিতার পক্ষ থেকে শুনে বর্ণনা করেন, সা'দের কবর প্রস্তুত হয়ে গেলে চারজন যথাক্রমে হারেস বিন অওস (রা.), উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.), আবু নায়েলা সিলকান বিন সালামাহ্ (রা.) এবং সালমা বিন সালামা বিন ওয়াখ্‌শ (রা.) হযরত সা'দ (রা.)'র কবরে নামেন। মহানবী (সা.) হযরত সা'দের পদযুগলের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত সা'দকে যখন কবরে নামানো হয় তখন মহানবী (সা.)-এর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি (সা.) তিনবার 'সুবহানাল্লাহ্' পাঠ করেন। তাঁর (সা.) সাথে সকল সাহাবীও তিনবার 'সুবহানাল্লাহ্' উচ্চারণ করেন, আর পুরো জান্নাতুল বাকী ('সুবহানাল্লাহ্‌র' ধ্বনিতে) প্রতিধ্বনিত হয়। এরপর মহানবী (সা.) তিনবার 'আল্লাহু আকবর' পাঠ করেন। তাঁর সাথে সকল সাহাবী তিনবার 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করেন। এতে জান্নাতুল বাকী 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হতে থাকে। মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করা হয়, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা আপনার চেহারার রং পরিবর্তিত হতে দেখেছি আর আপনি তিনবার 'সুবহানাল্লাহ্' পড়েছেন– এর কারণ কী? মহানবী (সা.) বলেন, সা'দ কবরের কষ্ট অনুভব করলেন আর তাকে চাপ দেওয়া হয়। যদি এটি হতে কারো পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হতো তাহলে সা'দের অবশ্যই হতো। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তার (রা.) কষ্ট দূরীভূত করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩০)

মিসওয়ার বিন রাফা' কুরাযী বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র মা নিজ সন্তানকে কবরে নামানোর জন্য এলে লোকেরা তাকে ফেরত পাঠাতে চায়। মহানবী (সা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দাও। সা'দের মা আসেন এবং কবরে ইট ও মাটি দেওয়ার আগ মুহূর্তে তিনি সা'দকে কবরের অভ্যন্তরে দেখতে পান আর বলেন, আমি বিশ্বাস করি– তুমি আল্লাহ্‌র সকাশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছ। মহানবী (সা.) সা'দের কবরের সন্নিকটে তার মা'কে সমবেদনা জানান এবং এক পাশে গিয়ে বসে পড়েন। মুসলমানরা কবরে মাটি দিয়ে সেটি সমান করে ফেলে এবং কবরের ওপর পানি ছিটিয়ে দেয়। এরপর মহানবী (সা.) কবরের পাশে আসেন, কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করেন এবং দোয়া করে ফিরে যান।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণ না করেন, মহানবী (সা.) এবং তাঁর দু'জন সঙ্গী যথাক্রমে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) ছাড়া অন্য কারো বিয়োগবেদনা মুসলমানদের জন্য এতটা হৃদয় বিদারক ছিল না– যতটা ছিল সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর মৃত্যু। মৃত্যুকালে হযরত সা'দ বিন মুআযের (রা.) বয়স ছিল সাইত্রিশ বছর।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩০-৩৩১)

মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র মা'কে বলেন, তোমার দুঃখ কি শেষ হবে না এবং তোমার ক্রন্দন কি থামবে না অথচ তোমার পুত্র সেই প্রথম ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হেসেছেন আর যার জন্য আরশ হিল্লোলিত হয়েছে। (আত্তাবাকাতুল কুবরা , ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩২)

রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত সা'দ (রা.)'র দাফন শেষে ফিরে আসছিলেন, তাঁর অশ্রুজল শশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ছিল।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৩)

হযরত সা'দের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে; তিনি বলেন, 'নিঃসন্দেহে

আমি দুর্বল মানুষ, তবে তিনটি বিষয়ে আমি খুব সবল।' অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি খুব দুর্বল মানুষ; কিন্তু তিনটি বিষয়ে খুবই শক্তিশালী এবং আমি এগুলোতে অবিচল। 'প্রথমত আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে যা শুনেছি, সেটিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি; সেগুলোর ব্যাপারে কখনো কোন সংশয় হয় নি। দ্বিতীয়ত আমি নামায পড়ার সময় নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত নামায ছাড়া অন্য কোন চিন্তা মাথায় আসতে দিই নি।' অর্থাৎ তিনি খুব মনোযোগের সাথে নামায পড়তেন। 'তৃতীয়ত যখনই কারো জানাযা উপস্থিত হয়, তার স্থলে আমি নিজেকে মৃত জ্ঞান করে ভাবি যে, সে কী বলবে এবং তাকে কী জিজ্ঞেস করা হবে; যেন সেই প্রশ্নোত্তর আমার সাথেই ঘটছে।' অর্থাৎ তাঁর পরকালের চিন্তা ছিল।

(মাজমায়েয যোয়ায়েদ, কিতাবুল মানাকিব, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৫)

হযরত আয়েশা বলতেন, 'আনসারদের তিনজন এমন ব্যক্তি ছিলেন, যারা প্রত্যেকেই বনু আব্দুল আশহাল গোত্রভুক্ত ছিলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরে আর কাউকে তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হতো না; তারা ছিলেন হযরত সা'দ বিন মুআয, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের এবং হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)।'

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা লি ইবনে হাজার আসকালানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭১, 'সাআদ বিন মাআয' দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হলো, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)। হযরত সা'দের ডাকনাম ছিল আবু ইসহাক। তার পিতার নাম ছিল মালেক বিন উহায়েব, অবশ্য কোন কোন রেওয়ায়েতে তার নাম মালেক বিন ওয়াহেব-ও উল্লেখ করা হয়েছে। তার পিতা তার 'আবু ওয়াক্কাস' ডাক নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। এ কারণে তার নাম সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তার মায়ের নাম ছিল হামনা বিনতে সুফিয়ান।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬০৬-৬০৭) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০১)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস কুরাইশদের বনু যোহরা গোত্রভুক্ত ছিলেন। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১২৩) (সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৮০-৬৮১)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস সেই দশজন সাহাবীর অন্যতম, যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। এই দশজন সাহাবীকে 'আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্' বলা হয়ে থাকে। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস তাদের মধ্যে সবার শেষে মৃত্যুবরণ করেন। (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৪)

এই সাহাবীরা অর্থাৎ আশারায়ে মুবাশ্শারার সবাই মুহাজির ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের মৃত্যুর সময় তাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস নিজের ঈমান আনার বিষয়ে বলেন, 'আমি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছি, সেদিন আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নি, আর আমি সাত দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করি। আমি মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ হিসাবেই ছিলাম।

(সহী বুখারী কিতাবু মানাকিবি আনসার, হাদীস-৩৮৫৮) (সহী বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলি আসহাবিন্নাবী, হাদীস-৩৭২৭)

অর্থাৎ তখন মাত্র তিনজন (মুসলমান) ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলাম।'

(উসদুল গাবা, ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৩)

হযরত সা'দের ইসলামগ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তার কন্যা বলেন, হযরত সা'দ বলেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি অন্ধকারের মধ্যে রয়েছি, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ আমি দেখি যে, চাঁদ উঠেছে আর আমি সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি দেখি, আমার আগেই হযরত যায়েদ বিন হারেসা, হযরত আলী ও হযরত আবু বকর চাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কখন আসলেন?' তারা উত্তরে বলেন, 'আমরাও এখনই আসলাম'।" হযরত সা'দ বলেন, "আমি পূর্বেই সংবাদ পেয়েছিলাম যে, মহানবী (সা.) সংগোপনে ইসলামের প্রতি আহ্বান করছেন। তাই আমি আজইয়াদ উপত্যকায় গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি।" আজইয়াদ মক্কায় সাফা পাহাড় সংলগ্ন একটি স্থানের নাম, যেখানে এককালে মহানবী (সা.) ছাগপাল চরিয়েছেন। "তিনি (সা.) সবেমাত্র আসরের নামায পড়া শেষ করেছিলেন যখন আমি সেখানে পৌঁছাই, অতঃপর আমি বয়আত করে মুসলমান হয়ে যাই।"

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৫) (রওশন সিতারে, সংকলন- গোলাম বারি সাঈফ সাহেব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৩-৬৪) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৩০, যোয়ার একাডেমি, করাচী, ২০০৩)

হযরত সা'দের কন্যা আয়েশা বিনতে সা'দ বর্ণনা করেন, "আমি আমার পিতাকে একথা বলতে শুনেছি, 'আমি যখন মুসলমান হই তখন আমার বয়স ছিল সতের বছর'।" কতিপয় রেওয়ায়েতে ঈমান আনার সময় তার বয়স ঊনিশ বছর ছিল বলেও উল্লেখ রয়েছে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৩)

অতি প্রারম্ভে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.)'র তবলীগে এমন পাঁচজন ব্যক্তি ঈমান এনেছিলেন, যারা ইসলামে প্রখ্যাত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হন। তাদের মধ্যে তৃতীয়জন ছিলেন, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)। সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লেখা আছে আর সেখান থেকেই উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তখন সা'দ টগবগে যুবক ছিলেন অর্থাৎ সে সময় তার বয়স ছিল ঊনিশ বছর। তিনি বনূ যোহরা গোত্রের সদস্য ছিলেন আর অত্যন্ত সাহসী এবং বীরপুরুষ ছিলেন। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে তার হাতেই ইরাক বিজিত হয় এবং আমীর মুআবিয়ার যুগে তিনি ইন্তেকাল করেন। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১২২-১২৩)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে অনেক হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৪)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর পুত্র মুসআব বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, আমার মা অর্থাৎ হযরত সা'দের মা কসম খেয়েছিলেন, যতক্ষণ তিনি স্বীয় ধর্মকে অস্বীকার না করবেন তথা ইসলামকে পরিত্যাগ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে কোন কথা বলবেন না এবং কোন দানা পর্যন্তও মুখে নিবেন না। হযরত সা'দ বলেন, আমার মা আমাকে বলতেন, তুমি বলে থাক যে, তোমার ধর্ম বলে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে নিজ পিতামাতার প্রতি অনুগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তোমার মা হিসেবে আদেশ দিচ্ছি, এখনই তুমি এ ধর্ম পরিত্যাগ কর এবং আমি যা বলছি তা মেনে নাও। বর্ণনাকারী বলেন, মা তিন দিন পর্যন্ত এভাবেই ছিলেন এমনকি দুর্বলতার কারণে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন। অতঃপর তার পুত্র যাকে উম্মারা বলা হতো, তিনি উঠে মাকে পানি পান করান। তার মা চেতনা ফিরে পেলে আবার সা'দকে অভিশাপ দিতে থাকেন। তখন মহাপ্রতাপান্বিত খোদা পবিত্র কুরআনে এই আয়াত وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا অবতীর্ণ করেন, অর্থাৎ, আর আমরা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিয়েছি (সূরা আনকাবুত ঃ ০৯)।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا এটি সূরা আনকাবুতের আয়াত। অতঃপর সূরা লোকমানে রয়েছে, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي (অর্থাৎ, আমার শরীক সাব্যস্ত করতে তারা উভয়ে (অর্থাৎ পিতামাতা) তোমার সাথে বিতর্ক বা পীড়াপীড়ি করলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না (সূরা লোকমান ঃ ১৬)। وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي -এর অর্থ হল, তারা আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করার কথা বললে তোমরা তা মানবে না আর একইসাথে এ-ও বলা হয়েছে, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا অর্থাৎ, তবে তাদের উভয়ের সাথে সঙ্গত রীতিনীতি অনুযায়ী পার্থিব বিষয়ে সদাচরণ অব্যাহত রাখবে, সম্পর্ক রাখবে সঙ্গ দেবে এবং পুণ্যকর্ম কর। (সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা, হাদীস-১৭৪৮)

তারা যদি শিরক করার বিষয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় তবে তাদের কথা মানবে না। এভাবে (পরবর্তী আয়াতগুলোতেও) এ সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশনা চলতে থাকে। পার্থিব বিষয়াদির ক্ষেত্রে রীতি অনুসারে তাদের সঙ্গ দেওয়া অব্যাহত রাখ। وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا অর্থাৎ, তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ এবং তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হও।

প্রথম রেওয়াতটি মুসলিম শরীফ থেকে নেওয়া হয়েছিল আর আগে জীবনী পুস্তকে আরও একটি প্রসঙ্গে লেখা আছে যে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি আমার মাকে খুবই ভালোবাসতাম। প্রথমোক্ত বর্ণনাটি ছিল মুসলিম শরীফের। সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে আরেক বরাতে লেখা আছে যে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার মাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতাম, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর আমার মা আমাকে বলেন, তুমি এটি কোন্ ধর্ম গ্রহণ করলে? তুমি এই নতুন ধর্ম পরিত্যাগ না করলে আমি কোন দানাপানি গ্রহণ করবো না, এমনকি

যুগ খলীফার বাণী

আমার মৃত্যু হলেও না। হযরত সা'দ বলেন, আমি তাকে বললাম, হে আমার প্রিয় মা! তুমি এমনটি করো না, কেননা আমি আমার ধর্ম কখনো পরিত্যাগ করতে পারবো না। তিনি (রা.) বলেন, পুরো এক রাত এবং এক দিন আমার মা কোন দানাপানি গ্রহণ করেন নি। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! তোমার যদি এক হাজারটি প্রাণ থাকে আর একেক করে সবগুলোই বেরিয়ে যেতে থাকে তবুও আমি কারো জন্য স্বীয় ধর্মকে পরিত্যাগ করবো না। তার মা যখন এই দৃশ্য দেখেন তখন তিনি পানাহার আরম্ভ করেন। আর সে মুহূর্তেই আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا অর্থাৎ, আর তারা উভয়ে যদি তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে যেন তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক কর 'মা লাইসা লাকা বিহি ইল্‌ম' - যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে 'ফালা তুতি'হুমা' - তবে তুমি তাদের আনুগত্য করো না। কিন্তু পার্থিব বিষয়ে তাদের সাথে সদাচরণ কর।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড,পৃ: ৪৫৫)

মহানবী (সা.) সা'দকে মামা বলে ডাকতেন।

(কাযি মহম্মদ সুলেমান মনসুরপুরী রচিত 'আসহাবে বদর, পৃ: ৯১)

একবার হযরত সা'দ সম্মুখ থেকে আসছিলেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে দেখে বলেন, ইনি আমার মামা, কারো এমন মামা থাকলে দেখাক? ইমাম তিরমিযী এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, মহানবী (সা.) এর মাতা বনূ যোহরা গোত্রভুক্ত ছিলেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসও বনূ যোহরার সদস্য ছিলেন (জামে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব,হাদীস-৩৭৫২)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হেরা পর্বতে ছিলেন আর সেটি কাঁপছিল। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে হেরা! শান্ত হও। কেননা তোমার ওপর নবী বা সিদ্দীক বা শহীদ ব্যতীত কেউ নেই। সে পর্বতে তখন মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম ও হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযিআল্লাহু আনহুম ছিলেন। এটি মুসলিম এর হাদীস।

(সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা, হাদীস-২৪১৭)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মুসলমানরা গোপনে নামায পড়তো, তখন একবার হযরত সা'দ মক্কার একটি উপত্যকায় কয়েকজন সাহাবীর সাথে নামায পড়ছিলেন। তখন সেখানে মুশরিকরা এসে পড়ে। তারা মুসলমানদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা আরম্ভ করে এবং তাদের দ্বীন অর্থাৎ ইসলামের দোষ-ত্রুটি বের করার চেষ্টা করে; এমনকি তা মারামারি করতে উদ্যত হয়। হযরত সা'দ তখন উটের হাড় দিয়ে এক মুশরিকের মাথায় এত জোরে আঘাত করেন যে, তার মাথা ফেটে যায়। এটিই ইসলামে রক্ত ঝরার প্রথম ঘটনা।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৪)

মক্কায় কাফিররা মুসলমানদের বয়কট করে যখন আবি তালেব উপত্যকায় অবরুদ্ধ করে, তখন যেসব মুসলমান এই কষ্টের শিকার হন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)। সে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন,

"সেই দিনগুলোতে এসব নিষ্পাপ মুসলমান যেসব দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন তা শুনলে গা শিউরে উঠে। সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন, কোন কোন সময় তারা পশুর ন্যায় জঙ্গলের গাছ পালার পাতা খেয়ে জীবন কাটিয়েছেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, এক রাতে তার পা এমন এক বস্তুর ওপর পড়ে যা নরম ও আদ্র মনে হয়েছে। তিনি ভাবেন হয়তো খেজুরের টুকরো হবে। তখন চরম ক্ষুধার জ্বালায় তিনি সেটি কুড়িয়ে গিলে ফেলেন । তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত আমি জানিনা সেটি কি ছিল। আরেকবার তার ক্ষুধার ভয়াবহতা এমন ছিল যে, মাটিতে তিনি শুষ্ক চামড়ার একটি টুকরো পান সেটিকে তিনি পানিতে ভিজিয়ে নরম ও পরিস্কার করে ভুনা করে খেয়ে ফেলেন আর সেই অদৃশ্য আতিথেয়তায় পর তিন দিন অনাহারে কাটিয়ে দেন। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১৬৬-১৬৭)

আল্লাহ্ তা'লা যখন মুসলমানদের হিজরতের নির্দেশ প্রদান করেন তখন হযরত সা'দ (রা.)ও মদিনায় হিজরত করেন এবং সেখানে গিয়ে তার মুশরিক ভাই উতবাহ্ বিন আবি ওয়াক্কাসের বাড়িতে অবস্থান করেন। উতবার হাতে মক্কার এক ব্যক্তি নিহত হওয়ায় সে মদিনায় এসে বসতি স্থাপন করে।

(গোলাম বারি সাঈফ রচিত, রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৬-৬৭)

হযরত সা'দ (রা.) প্রাথমিক মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.) হিজরত করে মদিনায় আসার পূর্বেই তিনি (রা.) হিজরত করে মদিনায় চলে আসেন।

(উমদাতুল ক্বারী, শারাহা বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৫)

মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)'র সাথে হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন। কিন্তু অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৩০

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন-সংক্রান্ত এই মতভেদের অবসানকল্পে মওলানা গোলাম বারি সাহেবের ব্যাখ্যা হলো, মক্কায় তার ভ্রাতৃত্ব ছিল হযরত মুসআব (রা.)'র সাথে এবং মদিনায় ছিল হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র সাথে।

(গোলাম বারি সাঈফ রচিত, রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৪)

হযরত সা'দ (রা.) কুরাইশদের বীর অশ্বারোহীদের একজন ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব যে কয়েকজন সাহাবী (রা.)'র ওপর ন্যস্ত ছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭২)

আবু ইসহাক রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.)-এর যে চারজন সাহাবী (রা.) শত্রুর ওপর অত্যন্ত জোরালো আক্রমণ করতেন তারা হলেন, হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.) ও হযরত সা'দ (রা.)।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৫)

মদিনায় হিজরতের পর কাফিরদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণের ভয় ও শঙ্কা থাকত। এজন্য প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা অধিকাংশ রাতেই জেগে থাকতেন আর মহানবী (সা.)ও সাধারণত বিনিদ্র রাত কাটাতেন। এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মদিনার যুগে এক রাতে মহানবী (সা.) ঘুমাতে পারেন নি, তাই তিনি (সা.) বলেন, হায়! আমার সাহাবীদের মধ্যে থেকে কোন পুণ্যবান ব্যক্তি যদি আজ রাতে আমাকে পাহারা দিত। তিনি (রা.) বলেন, আমরা সে অবস্থায় অস্ত্রের ঝংকার শুনতে পাই। তখন মহানবী (সা.) বলেন, কে? বাহির থেকে শব্দ ভেসে আসে, 'সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস।' আগত ব্যক্তি উত্তরে নিবেদন করেন, 'আমি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস।' একথা শুনে মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কী জন্য এসেছ? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, আমার হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার বিষয়ে শঙ্কা জাগে তাই আমি আপনার পাহারার জন্য এসেছি। এরপর মহানবী (সা.) সা'দ (রা.)-এর জন্য দোয়া করেন এবং ঘুমিয়ে পড়েন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৮২-২৮৩) (সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা, হাদীস-২৪১০)

বুখারী ও মুসলিম উভয় হাদীস গ্রন্থেই এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এতে দোয়ার বিস্তারিত বিবরণ নেই যে, মহানবী (সা.) কী দোয়া করেছিলেন? কিন্তু ইমাম তিরমিযী কিতাবুল মানাকেবে হযরত সা'দ (রা.)'র পুত্র কায়েসের বরাতে বর্ণনা করেন, আমার পিতা সা'দ (রা.) বলতেন, মহানবী (সা.) তার জন্য এই দোয়া করেছিলেন, اَللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ اِذَا دَعَا অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! সা'দ যখনই তোমার সমীপে দোয়া করবে তুমি তার দোয়া কবুল করো। এছাড়া ইকমালু ফি আসমাইর রিজাল পুস্তকে লেখা রয়েছে যে, মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়া করেছিলেন, اَللّٰهُمَّ سَدِّدْ سَهْمَهٗ وَاَجِبْ دَعْوَتَه অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! তার তির যেন লক্ষ্য ভেদ করে এবং তার দোয়া তুমি কবুল করো।

(গোলাম বারি সাঈফ রচিত, রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৪)

মহানবী (সা.)-এর এই দোয়ার কল্যাণেই তিনি দোয়া কবুলিয়্যতের ক্ষেত্রে সুখ্যাতি রাখতেন।

যুগ খলীফার বাণী

নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করুন এবং বা-জামাত নামায পড়ার চেষ্টা করুন। এটি এমন আশিসময় ইবাদত যা বান্দার সঙ্গে স্রষ্টার মিলন সাধন K‡i | (২০১৯ সালে জার্মানীতে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৪-৩২৫)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর দোয়া কবুল হতো। একবার একজন তাঁর (রা.) প্রতি মিথ্যারোপ করে আর তখন তিনি (রা.) তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! সে যদি মিথ্যাচার করে থাকে তবে সে যেন অন্ধ হয়ে যায় এবং দীর্ঘায়ু লাভ করে আর তাকে ফিৎনায় নিপতিত করো। অতএব সেই ব্যক্তির জন্য (দোয়ায় উল্লিখিত) সবগুলো বিষয়ই পূর্ণ হয়।

(জামেউল উলুম ওয়াল হাকাম ফি শারাহি খামসীনি হাদীস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫০)

আরেকটি হাদীস রয়েছে, কায়েস বিন আবি হাযেম (রা.) বর্ণ না করেন, একবার আমি মদিনার বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম আর আমি 'হাজারুয যায়েদ' নামক স্থানে পৌঁছে বাহনে আরোহী এক ব্যক্তিকে ঘিরে মানুষের ভিড় লক্ষ্য করলাম; সে হযরত আলী (রা.)-কে গালমন্দ করছিল। ইতিমধ্যে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের মাঝে দাঁড়ান এবং লোকদের জিজ্ঞেস করেন, ব্যাপার কী? তখন তারা বলে, এই ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)-কে গালমন্দ করছে। হযরত সা'দ (রা.) এগিয়ে গেলে লোকেরা তাকে পথ ছেড়ে দেয় আর তিনি (রা.) গিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি হযরত আলী (রা.)-কে গালি দিচ্ছ কেন? তিনি কি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন নি? তিনি কি সেই ব্যক্তি নন যিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে সর্বপ্রথম নামায পড়েন? তিনি কি লোকদের মাঝে সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী (খোদাভীরু) ব্যক্তি নন?তিনি কি লোকদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী নন? কথা বলতে বলতে হযরত সা'দ (রা.) আরো বলেন, মহানবী (সা.) কি তার কাছে স্বীয় কন্যা বিয়ে দিয়ে তাকে জামাতা হওয়ার সম্মান দেন নি? মহানবী (সা.)-এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি কি পতাকা বহন করেন নি? বর্ণনাকারী বলেন, একথাগুলো বলার পর হযরত সা'দ (রা.) দোয়ার জন্য কিবলামুখী হন এবং হাত তুলে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! এই ব্যক্তি তোমার বন্ধুদের মধ্য থেকে এক বন্ধু অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)-কে যদি গালি দিয়ে থাকে তাহলে এই সমাবেশ শেষ হওয়ার পূর্বেই তুমি তোমার শক্তিমত্তা প্রদর্শন কর। এটি মুসতাদরাক হাকেমে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী কায়েস বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! সেখান থেকে আমাদের চলে যাওয়ার পূর্বেই সেই ব্যক্তির বাহন তাকে পিঠ থেকে নিচে ফেলে দেয় এবং পা দিয়ে তার মাথা পাথরে মারে, যার ফলে তার মাথা ফেটে যায় আর সে মৃত্যুবরণ করে।

(আলমুসতাদরাক কিতাবু মারিফাতিস সাহাবা বাব সাআদ বিন ওয়াকাস)

মহানবী (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পরপরই হযরত সা'দ (রা.) রাত্রিকালে যেভাবে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছেন ঠিক তদ্রুপ খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের সময়কার আরেকটি ঘটনা ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) পাহারা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে যেতেন। অন্য সাহাবীরা যেভাবে পাহারা দিতেন মহানবী (সা.)ও তাদের সাথে একইভাবে (পালা করে) পাহারা দিতেন আর ঠান্ডায় তিনি অবসন্ন হয়ে পড়তেন। এমন অবস্থা হলে তিনি (সা.) ফিরে এসে আমার সাথে কিছুক্ষণ লেপের মধ্যে শুয়ে থাকতেন কিন্তু শরীর একটু গরম হতেই পুনরায় পরিখার সুরক্ষার জন্য চলে যেতেন। এভাবে অনবরত অনিদ্রার কারণে তিনি (সা.) একদিন ভীষণভাবে অবসন্ন হয়ে পড়েন। রাতের বেলা তিনি (সা.) বলেন, হায়! যদি কোন নিষ্ঠাবান মুসলমান থাকত তাহলে আমি স্বস্তিতে কিছুটা ঘুমাতে পারতাম। এমন সময় বাহির থেকে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)'র আওয়াজ আসে। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি এখানে কেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি। তিনি (সা.) বলেন, আমাকে পাহারা দেওয়ার প্রয়োজন নেই তুমি বরং অমুক স্থানে যাও যেখানে খন্দক বা পরিখার পাড় ভেঙে গেছে আর সেখানে গিয়ে পাহারা দাও যেন মুসলমানরা সুরক্ষিত থাকে। অতএব সা'দ (রা.) সেখানে পাহারা দেওয়ার জন্য চলে যান এরপর মহানবী (সা.) কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেন।

(দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৭৯)

হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.)-এর বাকি স্মৃতিচারণ পরবর্তীতে করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

আজও আমি দু'তিনটি গায়েবানা জানাযা পড়াব ও তাদের স্মৃতিচারণ করব। তাদের মধ্য থেকে প্রথমে যার স্মৃতিচারণ করব তিনি হলেন, জনাব মাস্টার আব্দুস সামী খান সাহেব কাঠগড়ী। তিনি গত ০৬ই জুলাই রাবওয়াতে মৃত্যুবরণ করেন, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'**। তিনি ১৯৩৭ সনে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব আব্দুর রহীম সাহেব কাঠগড়ী জামা'তের প্রবীণ সেবকদের একজন ছিলেন। তার দাদা হযরত চৌধুরী আব্দুস সালাম খান সাহেব কাঠগড়ী(রা.) ১৯০৩ সনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন অর্থাৎ তিনি সাহাবী ছিলেন। মাস্টার সামী খান সাহেব কাদিয়ানেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। দেশবিভাগের পর তিনি রাবওয়ায় এসে মাধ্যমিক পাশ করেন। তার সন্তানাদির মাঝে রয়েছে এক ছেলে ও এক মেয়ে। তিন-চার বছর পূর্বে তার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৬০ সনে বিএসসি পাশ করার পর সে বছরই তিনি তা'লীমুল ইসলাম স্কুলে সাময়িকভাবে শিক্ষকতা শুরু করেন। তারপর ১৯৬২ সালে তিনি বিএড পাশ করেন এবং নিয়মিত শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ সালে লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএড করার পর সিনিয়র শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে তিনি রাবওয়ার তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এরপর স্কুলের জাতীয়করণ হয়ে গেলে ১৯৭০ সালে সরকার তাকে অন্য কোন স্কুলে বদলী করে দেয় এবং তিনি বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করতে থাকেন। ২০০৫ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত তিনি যয়ীম আনসারুল্লাহ্ ছিলেন এবং ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত তিনি রাবওয়ার পূর্ব দারুর্ রহমত হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। স্কুলে তিনি আমারও শিক্ষক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পাঠদান করতেন। তার চেহারায় সর্বদা নম্রতার ছাপ থাকত আর তিনি খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে পড়াতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানদেরও জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, জনাব সৈয়দ মুজীবুল্লাহ্ সাদেক সাহেবের। তিনি গত ২৮শে মে তারিখে ৮৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'** তিনি মুকার্‌রম সৈয়দ সাদেক আলী সাহেব এবং সৈয়দ মাহবুব আলম বিহারী সাহেবের কন্যা সৈয়দা সালমা বেগম সাহেবার সন্তান ছিলেন। কাদিয়ানের পুণ্যভূমিতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কাদিয়ানের পবিত্র পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছেন। তার পিতা সাহ্‌রানপুরের সৈয়দ সাদেক আলী সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার নানা হযরত সৈয়দ মাহবুব আলম বিহারী সাহেব দেশবিভাগের সময় ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে কাদিয়ানে কোন এক বিরোধীর গুলিতে শাহাদত বরণের সৌভাগ্য লাভ করেন। একইভাবে তার নানার ভাই সৈয়দ মাহমুদ আলম সাহেব সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অডিটর ছিলেন। তিনি সুদূর বিহার থেকে পায়ে হেঁটে কাদিয়ান এসে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি এখানে যুক্তরাজ্যের আর্লসফিল্ড হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনেরও সৌভাগ্য লাভ করেন। অবসর গ্রহণের পর স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুক্তরাজ্যের মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে দীর্ঘ ১৬ বছর কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি তার দায়িত্ব পালন করতেন। তার চেহারায় সর্বদা নম্রতার ছাপ থাকত। তিনি রসিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি পূর্ণ মনোযোগের সাথে কাজ করতেন। চাপ মুক্ত হয়ে কাজ করতেন আর অন্যদেরকে বিরক্তও করতেন না। অন্যদের বেশিরভাগ কাজ তিনি নিজেই করার চেষ্টা করতেন। অবসরপ্রাপ্ত স্টেশন মাস্টার বাবু মুহাম্মদ আলম সাহেবের কন্যা মুকাররমা আয়েশা সাদেক সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয়। তিনি রাবওয়ার অধিবাসী ছিলেন। ১৯৬৮ সালে তার স্ত্রীও লাজনা ইমাঈল্লাহ্, রাবওয়ার বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। তার দুই পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছে। ডাক্তার কলিমুল্লাহ্ সাদেক সাহেব এমটিএ'তে সেচ্ছাসেবী হিসেবে যথেষ্ট কাজ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। তিনি ওমরাহ করতে গিয়েছিলেন, তার হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। তার স্ত্রী বলেন, তার জন্য হুইল চেয়ার সরবরাহ করা সত্ত্বেও তিনি বলেন, আমি ওমরাহ্‌র পুণ্য অর্জন করতে চাই, তাই পায়ে হেঁটেই যাব। একইভাবে চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রেও তিনি খুবই ব্যাকুল থাকতেন। তার সন্তানসন্ততি ও অন্য অনেকেই আমাকে পত্র লিখেছে এবং তার বিভিন্ন গুণাবলীর কথা লিখেছে। সন্তানরা প্রসংশা করে এটাই স্বাভাবিক আর মাশাআল্লাহ্ তার সন্তানরা যেভাবে জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তার সন্তানদের হৃদয়ে খিলাফত ও জামা'তের প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন এবং খুব ভালোভাবে তাদের তরবীয়ত করেছেন। কিন্তু মহানবী (সা.) যেমনটি বলেছেন, মানুষের প্রতিবেশী ও সহকর্মীরা প্রকৃত সাক্ষী হয়ে থাকে অর্থাৎ তারাই মানুষের পুণ্যকর্মের, আচার-ব্যবহারের প্রকৃত সত্যায়নকারী

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

২০ শে অক্টোবর, ২০১৯

মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হুযুরের ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সুরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন:

সম্মানীয় অতিথি বৃন্দ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু। আপনাদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক। সর্ব প্রথম আমি আপনাদেরকে আমাদের এখানে এই মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। জামাত আহমদীয়ার জন্য নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্ত, বিশেষ করে ফিল্ডার মানুষজনের জন্য, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে একস্থানে একত্রিত হওয়ার জন্য এবং একটি জায়গায় নামায পড়ার জন্য জায়গা দিয়েছেন। এখন তারা অনায়াসে এই মসজিদে ইসলামের শিক্ষানুসারে ৫ বেলার নামায পড়ার জন্য এবং ইবাদত করার জন্য একত্রিত হতে পারবে। কিন্তু ইবাদতের এই স্থান তথা মসজিদ নির্মাণ সম্ভব করে তোলার জন্য এখানকার মানুষদেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আপনাদের এবং শহরবাসীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে যে, আপনারা এখানে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছেন। কাউন্সিলকে ধন্যবাদ, মেয়রকেও ধন্যবাদ যিনি এর নির্মাণকার্যে আমাদের সহায়তা করেছেন। আমি অনেক মানুষের মুখ দেখতে পাচ্ছি, বরং এঁদের অধিকাংশই আহমদী নন, হয়তো মুসলমানও নন। আহমদী মুসলমান ছাড়া হয়তো দুএকজন মুসলমান উপস্থিত আছেন। আপনাদের এখানে আগমণে আপনাদের উদারমনারই প্রতিফলন ঘটেছে। এই শহরের ইতিহাস থেকে জানা যায়, এখানকার মানুষের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের যোগ বহু প্রাচীন; তাই খৃষ্টধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে শহরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এখানকার খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে এখানে মসজিদ তৈরীতে সম্মতি দেওয়া তাদের উদার চিন্তাধারা এবং মানসিকতার পরিচায়ক। এর থেকে বোঝা যায় যে আপনারা সমস্ত ধর্মের মানুষের সঙ্গে সহাবস্থান করতে আগ্রহী। এখানকার গোলটেবিলের এক প্রতিনিধি নিজের বক্তব্যে বললেন, এখানে একশোর বেশি জাতির মানুষ বাস করেন যারা বিভিন্ন ধর্ম মেনে চলেন। খৃষ্টধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই শহরে সকলের বসবাস করা খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের উদারতার পরিচায়ক। আমি এজন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমান যুগে পৃথিবী এক হয়ে উঠেছে; যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে, যেমন টিভি, ইন্টারনেট এবং পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত সীমারেখা মুছে গেছে। কয়েক দশক পূর্বে কিম্বা একশ বছর পূর্বে যে পথ পাড়ি দিতে কয়েক দিন বা মাস লেগে যেত, সেই পথ এখন মাত্র কয়েক ঘন্টাতেই পেরোনো যায়। এই দিক থেকেও আমরা এক হয়ে উঠেছি। এখন একথা ভালভাবে বুঝতে হবে যে পৃথিবীর অগ্রগতিই আমাদেরকে এক করছে। এই উন্নতি তখনই কাজে আসবে, যখন এই সমন্বয়কে নিজেদের উপকারে ব্যবহার করব। পরস্পরের বিরুদ্ধে সংশয় ও দ্বিধা এবং অপরের সম্পর্কে ভীতি সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে পরস্পরের প্রতি হিতৈষা তৈরী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর এই জিনিসটি প্রত্যেকের মধ্যে হওয়া উচিত, সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খৃষ্টান হোক বা অন্য কেউ হোক না কেন। আমরা যেন প্রত্যেকের প্রতি হিতৈষী হয়ে উঠি, যাতে এবিষয়টি থেকে আমরা উপকার পায় যা এই যুগে মানুষকে এক জাতিসত্তায় পরিণত করেছে, যার ফলশ্রুতিতে পৃথিবী এক বিশ্বজনীন পল্লীর রূপ পরিগ্রহ করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের ন্যাশনাল আমীর সাহেব একথাও বললেন যে এখানে একটি যাদুঘর বা সংগ্রহালয় রয়েছে। নিশ্চয় এই যাদু ঘরে পুরোনো সব জিনিস সংরক্ষিত আছে। পুরোনো জিনিসগুলিকে তখনই সংরক্ষণ করা যেতে পারে যখন এর শুভ পরিণামকে কাজে লাগানো হয় এবং এমন কিছু জিনিস যার কারণে অতীতে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, সেগুলির পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যাতে পারে। আমি এই সংগ্রহশালার খুঁটি নাটি সম্পর্কে অবগত নই, কিন্তু এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে সচরাচর বিভিন্ন প্রকারের বস্তু সংরক্ষিত থাকে। সংগ্রহশালার এই বস্তুগুলি একদিকে যেমন আমাদেরকে ইতিহাস সম্পর্কে অবগত করে, অপরদিকে ভবিষ্যতের নতুন পথেরও সন্ধান দেয়। তাই আমি মনে করি এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক মুসলমান, খৃষ্টান বা অন্য যে কোন ধর্মের অনুসারী কিম্বা যারা মোটেই কোনও ধর্ম অনুসরণ করে না- তারা যেন এর থেকে উপকৃত হয়। এছাড়াও এখানে শিক্ষালাভের সুযোগ রয়েছে। আমি বলা হয়েছে যে এই স্থানটি শিক্ষার্জনের দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এখানকার মানুষের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ আছে। শিক্ষা অর্জন করা তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন তা হৃদয়কে উন্মুক্ত করে। প্রকৃত শিক্ষা সেটিই, যা হৃদয়কে আলোকিত করে, মন-মানসিকতাতেও ব্যপকতা আনে, উদ্যমশীলতার সঞ্চার করে এবং পরস্পরের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অনুভুতি সৃষ্টি করে। তবেই এই শিক্ষার কোনও উপকার হবে, অন্যথায় যদি উৎসাহ ও উদ্দীপনা না থাকে, অপরের আবেগ অনুভুতি বোঝার প্রতি যদি মনোযোগ না থাকে, একে অপরের অনুষ্ঠান ও আনন্দ উদযাপনে অংশগ্রহণ করার উৎসাহ না থাকে, তবে শিক্ষা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এদিক থেকে আমি আনন্দিত যে আমি এই শুদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এমন অনেক চেহারা দেখতে পাচ্ছি যাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্পর্ক নেই। আমি দোয়া করি যেভাবে এখানে বসবাসকারী খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে উন্মুক্তমনার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে, অনুরূপে এখানে বসবাসকারী মুসলমানদের পক্ষ থেকেও যেন তেমনটি ঘটে, বিশেষ করে আহমদী মুসলমানদের পক্ষ থেকে যেন তা অবশ্যই হয় আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকেও একই জিনিস আশা করি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: লুথার চার্চের প্রতিনিধি সারা সাহেবা খুব সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'খোদার ইবাদত একটি সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়, যার প্রতি আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। আর খোদার ইবাদতের সঙ্গে শান্তি বার্তাও পাওয়া যায়। এটিই প্রকৃত বিষয়। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকারীরাই শান্তির প্রসারকারী। এই বিষয়টিই মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। মদীনায় আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে নাজরান থেকে খৃষ্টানদের একটি দল আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসে। কথোপকথনের মাঝে তাদের ইবাদতের সময় এলে তারা এই ভেবে অস্থির হয়ে ওঠে যে এখন কোথায় ইবাদত করা যায়? সেই সময় আঁ হযরত (সা.) তাদেরকে উদ্বিগ্ন দেখে উদ্বেগের কারণ জানতে চান। তিনি জানতে পারেন যে তাদের ইবাদতের সময় হয়ে এসেছে আর তারা ইবাদতের স্থান সন্ধান করছে। সেই সময় তারা মসজিদ নববীতে বসে ছিলেন। আঁ হযরত (সা.) তাদেরকে বললেন, উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই, এই মসজিদটিও এক আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য তৈরী করা হয়েছে। তোমরা এখানে নিজেদের মত ইবাদত করতে পার।' তাই তারা সেই মসজিদেই ইবাদত করেন। এটিই প্রকৃত বিষয় যার মাধ্যমে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের উন্নতি ঘটে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম এরই শিক্ষা দেয়। আজ ইসলাম ও মুসলমানের নাম এই কারণে দুর্নাম হয়েছে কারণ এরা শান্তি বিনষ্টকারী। অথচ 'ইসলাম' এর অর্থই হল শান্তি। একজন মুসলমান যদি অপরকে শান্তি দেয় তবে সে মুসলমানই নয়। এই কারণেই ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) বলেছেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান যার হাত এবং জিহ্বা থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে। কাজেই প্রকৃত ইসলাম সেটিই যা শান্তি বয়ে আনে, শান্তিপ্রিয় নাগরিক সেই ব্যক্তিই যে কারো শান্তি ধ্বংস করে না, তার সঙ্গে তোমরাও শান্তিতে থাক। যদি কোথাও সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে সেক্ষেত্রে নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া উচিত নয়, যেমনটি বর্তমানের উগ্রবাদী সংগঠনগুলি করছে,যা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। বরং আইন ব্যবস্থা রয়েছে, তাদের সহায়তা নিন। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হল

যুগ ইমাম-এর বাণী

যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষা আসে, ঈমান কোন মূল্য রাখে না। অনেক মানুষ আছে, পরীক্ষার সময় যাদের পদস্খলন ঘটে এবং কষ্টের সময় ঈমান দোদুল্যমান হয়ে পড়ে। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৫৮)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

যুগ ইমাম-এর বাণী

স্মরণ রেখো! পাপাচার ও দুরাচার উপদেশ কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে দূর হওয়ার নয়। দোয়াই হল এর একমাত্র পন্থা। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩২)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

শান্তি বিনষ্ট হতে দিও না। খোদা তা'লা বলেন, একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা সমগ্র মানবতাকে হত্যা করার নামান্তর। আর একজন মানুষের প্রাণ রক্ষা করা সমগ্র মানবতাকে রক্ষা করার নামান্তর। এটিই ধর্মীয় শিক্ষা, ইসলাম এবং কুরআন এই শিক্ষারই সমষ্টি। কাজেই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাকে যদি সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় তবে এর মধ্যে আমরা কেবল পাব শান্তি, সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের বাণী; এই লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই জামাত আহমদীয়া মুসলেমা সমগ্র বিশ্বো ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: রাউন্ড টেবিল অফ ফিল্ড-এর প্রতিনিধি হিসেবে যিনি বক্তব্য রাখেন, তিনি বলেছিলেন, এখানে একশোর বেশি জাতির মানুষ বাস করেন। তিনি এও বলেন যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এক স্থানে একত্রিত হন যা খুব ভাল কথা। আর এর জন্য প্রতি বছর তিনি একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে শুরু করেছেন। তাঁর কাছ থেকে এই কথা শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে এই অনুষ্ঠানে জামাত আহমদীয়ার প্রতিনিধিত্বও রয়েছে। তিনি খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন যে মানবীয় মূল্যবোধই হল আসল বিষয়, আর এটিই আমাদেরকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে পৃথক করে। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যদি আমরাও অন্যান্য জন্তুদের ন্যায় একে অপরকে আঁচড়া আঁচড়ি করি, তবে অন্যান্য পশু আর আমাদের মধ্যে কিসের পার্থক্য? আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বুদ্ধি দান করেছেন, যদি তার যথোচিত ব্যবহার না করি, তবে শ্রেষ্ঠ জীব হওয়া অনর্থক। বস্তুত এই মূল্যবোধ তখনই প্রতিষ্ঠিত থাকে যখন আমরা নিজেদেরকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে উন্নত ভাবে তুলে ধরি। শ্রেষ্ঠত্ব যা আল্লাহ্ তা'লা কেবল মাত্র মানুষকেই দান করেছেন তা হল তিনি মানুষকে বুদ্ধি দান করেছেন যেটিকে সে ব্যবহার করতে পারে; এই বুদ্ধি প্রয়োগ করেই সে মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে মান্য করি। তাঁর যুগেও আন্তধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। সেই সম্মেলনের শর্ত ছিল, প্রত্যেক ধর্ম নিজের মতবাদ সম্পর্কে বক্তব্য রাখবে। আরও একটি শর্ত ছিল, কেউ কোনও ধর্মের নিন্দা বা সমালোচনা করবে না, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করবে না, কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করবে না। কেবল নিজের ধর্মের সৌন্দর্য ও গুণাবলী মানুষের সামনে তুলে ধরবে। যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তাই এখন প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য, (প্রত্যেক ধর্মের) গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং সেগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করা। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, ধর্মের বিষয়ে কোন জোরজবরদস্তি নেই। কেউ কারো ধর্ম জোর করে পরিবর্তন করতে পারে না। যেহেতু মানুষের বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে বিবেচনা শক্তি এবং যাচাই করার ক্ষমতা দান করেছেন, তাই চিন্তার কোনও কারণ নেই। প্রত্যেক ধর্মের বক্তব্য শুনার পর তার শিক্ষাকে বুদ্ধির আলোকে বিবেচনা করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এর দ্বারা মানবীয় মূল্যবোধেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এরই মাধ্যমেই শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বাণী ফুটে ওঠে এবং বিস্তৃত হয়। অতএব আমাদেরকে সব সময় মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করা উচিত। এটি তখনই সম্ভব, যখন আমরা পরস্পরের আবেগ অনুভুতির প্রতি যত্নবান হব, এবং পরস্পরের সেবায় নিয়োজিত হব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে কিছু মানুষের নামায তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। কেন তাদের ধ্বংসের কারণ হবে তার বিশদ ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এমন নামাযী এতীম এবং মিসকীনদের বিষয়ে উদাসীন থাকে, সমাজের শান্তি বিনষ্ট করার চেষ্টা করে। যখন এমন কাজ করবে যেখানে মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা থাকে না, তখন আল্লাহ্ তা'লার নিকট সেই ইবাদত অনর্থক হয়ে পড়ে, তিনি এমন ইবাদত গ্রহণ করেন না। অতএব ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা হল, ইবাদত কর, নামায পড়, পাঁচ বেলা (নামাযে) এস, কিন্তু এর পাশাপাশি মানবতার সেবাও কর, মানবীয় মূল্যবোধও প্রতিষ্ঠিত রাখ। এই জিনিসটিই জামাত আহমদীয়া সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। আমি আশা করি, এই মসজিদ নির্মিত হওয়ায় আহমদীরা এখানে আগের চায়তে বেশি সেবার কাজে অংশগ্রহণ করবে। এখন এই মসজিদ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর আমরা আরও বেশি করে মানবতার সেবক হয়ে উঠব এবং মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকারী হব, পরস্পরের প্রতি সদাচারী হব। সহনশীলতাও আগের চায়তে বেশি হবে এবং পরস্পরের ধর্মের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অতএব, আল্লাহ্ করুন, এই মসজিদ এখন এখানে সঠিক অর্থে ইসলামের বাণী প্রসারকারী হোক আর আপনারা দেখবেন যে আহমদীরা আগের চায়তে বেশি এই শহর ও দেশের সেবাকারী হবে এবং মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকারী হবে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট হবে। আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই তৌফিক দান করুন। ধন্যবাদ।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

পুলিশ বিভাগের মিস কিয়ারা হ্যানিম্যান সাহেবা বলেন, 'আপনাদের খলীফা হলঘরে প্রবেশ করা মাত্রই আমার মধ্যে এক অবর্ণনীয় আধ্যাত্মিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, আমার মতে যেটি কুরআন করীমের সৌন্দর্যের প্রভাবের বহিঃপ্রকাশ ছিল, যে ভাবের উদয় হয়েছিল জামাত আহমদীয়ার ইমামকে দেখার পর। নিজের উপর কারো ব্যক্তিত্বের এমন প্রভাব আমি জীবনে প্রথম অনুভব করলাম। তাই এখন আমার ইচ্ছে জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো এবং আগামী রমযানের পুরো মাসটি আপনাদের সঙ্গে অতিবাহিত করার, যাতে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আরও শক্তি লাভ করে।

হেরাল্ড বোয়েনসেল নামে এক অতিথি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: জামাত আহমদীয়ার ইমাম তাঁর বক্তব্যে যেভাবে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের একত্রিত হওয়ার, পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি এবং বিশ্ব শান্তির ভিত্তিতে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি আহ্বান করেছেন, সেই পদ্ধতি পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে বাস্তবায়ন যোগ্য বলে মনে হয়। আর এই মুহূর্তে পৃথিবীর এটিই প্রয়োজন। এখন আমি জানতে পেরেছি যে, এর পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে যেটুকু আমাদের পরিচিতি ছিল তা ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে না। তাই আজকের এই সন্ধ্যা আমার জন্য এক ইতিবাচক এবং শান্তিপূর্ণ বাণী নিয়ে এসেছে।

হেলমট কিয়ারা নামে অতিথি যিনি একটি স্থানীয় স্কুলের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেন: আহমদীয়া জামাতের ইমামের আজকের এই বক্তব্য সমস্ত স্কুলের ছাত্রদেরকে শোনানোর পর তাদেরকে প্রশ্ন করা উচিত যে এর থেকে তোমরা কি বুঝতে পেরেছ, তোমাদের ধারণামতে এই সুন্দর শিক্ষাটি কোন ধর্মের হতে পারে? অন্ততপক্ষে এর অডিও ভিডিও রেকর্ডিং এর অবশ্যই আমাকে ব্যবস্থা করে দিন যাতে আমি স্কুলে ছাত্রদের মাঝে এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারি।

মিস এরিগ নামে এক ভদ্রমহিলা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জামাত আহমদীয়ার ইমামের ব্যক্তিত্বের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের প্রভাব আমার উপর বিরাজ করছিল, সেটি ছাড়াও আজ তাঁর বক্তব্যের একটি বাক্য আমাকে অভিভূত করে রেখেছে। তিনি বলেছেন- 'এই যুগে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হল আমাদেরকে নিজেদের মনের দরজা খুলে দিতে হবে এবং অপরের চিন্তাধারা এবং মতবাদের জন্য মনকে প্রশস্ত করতে হবে।"

লিউকাস জেরিক নামে এক ছাত্র নিজের প্রতিক্রিয়ায় জানান, আন্তঃধর্মীয় সমন্বয় এবং বিশ্ব শান্তির বিষয়ে আপনাদের খলীফার সমস্ত কথার সঙ্গে ঐক্যমত হওয়ার পরিণামে সমাজে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি আসতে পারে। জামাতের নেতার স্বভাবে বিনয় ও সরলতা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে।

মনপ্রীত সিংহ সাহেবা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ইমাম জামাত আহমদীয়া হলঘরে প্রবেশ করা মাত্র যেভাবে নীরবতা ও সম্মানের পরিবেশ সৃষ্টি হল তা রাজকীয় ছিল। কিন্তু যে প্রভাব তাঁর কথার মধ্যে ছিল, যেভাবে তাঁর কথাগুলি সোজা হৃদয়ে প্রভাব ফেলল, তা জাগতিক কোন মহান ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে ঘটে না। তাঁর ব্যক্তিসত্তা আধ্যত্মিকভাবে অপরের উপর প্রভাব ফেলে। শান্তি প্রসঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন, আর অন্যদিকে তাঁর সত্তা ও চেহারাতেও সেই ভাব স্পষ্ট ছিল। বিশেষ করে তিনি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পশুদের উপমা দিয়ে মানব পুজারীদের বিবেককে জাগিয়ে তুলেছেন আর এই উপমা ছিল উন্নত সমাজের জন্য ইঙ্গিত স্বরূপ। জামাত আহমদীয়ার ইমামের এই ভাষণ সম্পূর্ণতার দৃষ্টিকোণ থেকে আমার অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে।

মিস ওশকিনস সাহেবা নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, ইমাম জামাত আহমদীয়া যখন কথা বলেন, কথাকে ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে বলেন না, বরং স্পষ্ট, সরল এবং সত্য কথা বলেন, আর মানুষকে প্রভাবিত করতে বাচনভঙ্গিকে কঠোর হতে দেন না। তাঁর শান্ত-শিষ্ট কথাগুলি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়,

কেননা তাঁর মধ্যে মানবতার জন্য সত্যিকার ও নিঃস্বার্থ সহানুভুতি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কর্মীবৃন্দও বিনা পারিশ্রমিকে নিঃস্বার্থভাবে এতবড় অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। আমার মতে সমাজে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এবং মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত রাখতে এমন পরিশ্রমী জামাত এবং বিশ্বাসযোগ্য, নিঃস্বার্থ ও সহানুভূতিশীল নেতার প্রয়োজন।

ডক্টর কোহলের সাহেবা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন,'আপনাদের ইমামের মধ্যে যে উদারতা রয়েছে সেটিই আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। আর এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিই তিনি সকলকে উপদেশ দিচ্ছিলেন যে মানবীয় মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের হৃদয়ের দরজা খুলে দিতে হবে এবং রক্ষণশীল মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। আপনাদের জামাতের সদস্যরা অত্যন্ত সৎ ও উন্নত নৈতিকতার অধিকারী। আমি হাসপাতালে নিজের পরিসরে চেষ্টা করি যেন আন্তঃধর্মীয় সমন্বয় বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে প্রশান্তি লাভ হয়। আজকের অনুষ্ঠানে আমি এই প্রশান্তিই লাভ করেছি। আমি এখানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে ভীষণভাবে আনন্দিত।

হেরাল্ড বোয়েনসাল সাহেব বলেন, ' হুযুর তাঁর বক্তব্য খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন, আর আমি বক্তব্য থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমাদের মধ্যে একটি বিষয় সাদৃশ্যপূর্ণ যেটিকে প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাদৃশ্যপূর্ণ মানবীয় মূল্যবোধগুলির মাধ্যমে পরস্পরের কাছাকাছি আসার রাস্তা খোলা হয়েছে। আমি মনে করি, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের জনমানসে যে ধারণা বদ্ধমূল আছে তা সঠিক নয়। আর ইমাম জামাত আহমদীয়া বর্ণিত যুক্তির আলোকে ইসলামকে দেখার প্রয়োজন আছে।

সোনজা শিমিট সাহেবা বলেন, 'আমি হুযুরের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি আমাদেরকে সেই সমস্ত কথা বলেছেন যা আমাদের আত্মার মধ্যেই ছিল। তিনি সেই সমস্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে উজাগর করার পাশাপাশি সেগুলিকে আজকের আধুনিক যুগের প্রেক্ষিতে বাস্তবায়ন যোগ্য হিসেবেও প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। আমি যদিও একজন খৃষ্টধর্মের অনুসারী, তবুও একজন মুসলমানের ন্যায় মনে করি যে এই বক্তব্য আমার উদ্দেশ্যেও ছিল।

মিস পিউ সাহেবা নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, ' আপনাদের খলীফা আমার নিকট এক বিস্ময়কর সত্তা হিসেবে ধরা দিয়েছেন। আমার ইচ্ছে ছিল এখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে শীঘ্রই চলে যাব। কেননা আমার চারটি ছেলে রয়েছে, আজকে যাদের দেখা শোনা করছে আমার বোন। এখন আমি তাকে মেসেজ করে দিয়েছি যে এখানে কিছুটা বেশি সময় থাকব, কেননা হুযুরের পুরো বক্তব্যটি শুনতে চাই। তিনি থাকতে চলে যাওয়া সম্ভব নয়।

বেন ইলম নামে একজন শিক্ষক বলেন,'আমি হুযুরের বক্তব্যে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি। বিশেষ করে এইজন্য যে তিনি আগে থেকে তৈরী করা কোনও বক্তব্য এখানে পড়ে শোনান নি। বরং তিনি অন্যান্য অতিথিদের বক্তব্যকেও নিজের বক্তব্যে উদ্ধৃত করেছেন। শান্তির যে বাণী এবং ধর্মের যে দায়িত্ব আপনাদের খলীফা নিজের বক্তব্যে বর্ণনা করেছেন, সেটিই সমাজের প্রকৃত শান্তির নিশ্চয়তা দান করে।'

জার্মানীর প্রসিদ্ধ টিভি চ্যানেল এবং রেডিও স্টেশনের সম্পাদক মিস ক্লেস্টারম্যান নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'আপনাদের খলীফার কথাগুলি জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ঠাসা।'

একজন রাজনীতিক প্রতিনিধি এলভিরা মিহম সাহেবা বলেন,'গোটা অনুষ্ঠানটাই আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আপনাদের খলীফা এক জাদুময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তাঁকে দেখে এক বিশেষ প্রকারের সম্ভ্রমপূর্ণ ভাবের উদয় হয়। তাঁর ভাষণও ছিল নিজের সত্তার সঙ্গে সমন্বয়পূর্ণ।

থোমেইন সাহেবা বলেন, 'আমি আপনাদের খলীফায় এক আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ সত্তার সন্ধান পেয়েছি, আর গোটা অনুষ্ঠানে সেই আধ্যাত্মিকতার প্রভাবই আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। হুযুরের সত্তা অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক অনুভুতি এনে দিচ্ছিল। তাঁর বক্তব্য আমার জন্য ছিল সমাজ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ এবং আধুনিক যুগে মানবীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব উন্মোচনকারী। বিশেষ করে এই বিষয়টি যে, তিনি অন্যদের বক্তব্যগুলিকে নিজের বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাদের বর্ণিত প্রসঙ্গগুলির গুরুত্বকেও নিজের বক্তব্যের অংশ করে নিয়েছেন।

ডানিয়েলা ওয়াটারউইন সাহেবা নিজের ভাবাবেগ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: হুযুর আমার কাছে একজন ভীষণ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয়েছে। আর তিনি কতটা মহান ব্যক্তি তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। তিনি এমন এক ব্যক্তি, যাঁর থেকে কেবল জ্যোতিই উৎসারিত হচ্ছে। আমি এর পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আমার জন্য তাঁর সত্তাই হল ইসলাম সম্পর্কে প্রথম পরিচিতি, যা আমার কাছে ভীষণ আকর্ষণীয়।

পেশায় শিক্ষক আরেক অতিথি বলেন, 'ইসলামের ঠিক এইরকম একজন নেতার প্রয়োজন যাতে সমস্ত ধর্মের মাঝে ঘটে চলা যাবতীয় বিবাদের অবসান হয়। আপনাদের খলীফা কেবল একজন নেতাই নন, বরং তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি বলে মনে হয়। আমি ইন্টারনেট থেকে তাঁর সম্পর্কে জেনেছি, তিনি খুব ভাল বক্তাও বটে।

অলিভার উইসেন বার্গার নামে এক ভদ্রলোক বলেন, ' আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি আর আমাদের আপ্যায়নেও কোন ত্রুটি ছিল না। জামাত আহমদীয়ার ইমামের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রভাবসৃষ্টিকারী ছিল। আমি আনন্দিত যে আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরেছি। জামাতের ইমাম প্রশংসনীয়ভাবে শান্তির বার্তা দিয়েছেন যা আজকের পৃথিবীর ভীষণ প্রয়োজন। এর পূর্বে আমার অন্ধবিশ্বাস ছিল যে ইসলাম অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতাপূর্ণ আচরণ করে না, কিন্তু খলীফা আমার এই ধারণাকে চুরমার করে দিয়েছেন এবং দলিল সহকারে নিজের অবস্থান তুলে ধরেছেন।

সাংসদ, ধর্মীয় ও রাজনীতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে হুযুরের সাক্ষাত

জার্মান ন্যশনাল পার্লামেন্টের সন্নিকটে, মার্কিন এবং বিট্রিশ দূতাবাস এবং জার্মানীর পরিচয় ব্রান্ডেনবার্গ গেটের অদূরে অবস্থিত এডলন কেমপিনস্কি হোটেলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে বহু সাংসদ, উচ্চ পদস্থ সরকারী আধিকারী এবং একাধিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করছিলেন। কর্মসূচি অনুসারে সাড়ে পাঁচটায় হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদ খাদিজা থেকে রওনা হন এবং ছটার সময় হোটেলে পৌঁছন।

হোটেলে পৌঁছে তিনি মিটিং রুমে আসেন যেখানে পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠান অনুসারে মি. নিলস এনেন (মিনিস্টার অফ স্টেট এবং ডেপুটি ফরেন মিনিস্টার) হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আরও দুজন সাংসদ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মানবাধিকার সংগঠনের মুখপাত্র মি. ফ্রাঙ্ক হেনরিচ এবং ফরেন এফেয়ার্স বিভাগের মুখপাত্র মিস ওমিড নাউরপুয়র।

মি. নিলস এনেন সাহেব হুযুর আনোয়ারের সমীপে নিবেদন করেন,'এখানে আসা এবং আপনার ভাষণ শোনা আমার জন্য সম্মানের বিষয়। আমি হামবার্গে একটি জেলার প্রতিনিধিত্ব করি যেখানে জামাত আহমদীয়া অত্যন্ত সক্রিয় আহমদীদের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক আছে আর তাদের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। এখন হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত অনুভব করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আপনি তো আগে থেকেই আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোকদেরকে চেনেন।' একথা শুনে মহাশয় বলেন,' আজ্ঞে, আমি তাদের ভালকরে চিনি।'

মহাশয় হুযুর আনোয়ার (আই.) এর সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যার উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন,'আমি এবছর প্রথমে জলসা সালানার জন্যও জার্মানী এসেছিলাম। কিন্তু এবারের জার্মানী সফরের উদ্দেশ্য ছিল এখানে কয়েকটি মসজিদের উদ্বোধন করা এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা।

বার্লিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে কথাবার্তা হয়। হুযুর আনোয়ার বলেন,' জার্মানীতে ইদানিংকালে 'Islamic civilization and culture and its integration' এর বিষয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। জার্মানী জামাত এই ইচ্ছে ব্যক্ত করেছে যে, আমি যেন এখানে এসে এবিষয়ে বক্তব্য রাখি। এজন্যই আমি এখানে এসেছি, যাতে বলতে পারি যে, ইসলাম সম্পর্কে ভীত হওয়ার কারণ নেই। পশ্চিমি সংস্কৃতি যদি এত শক্তিশালী হয়, তবে তা সহজে ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশের কারণ কি? আজ আমি এই বিষয়ের উপর কিছু বলব।

ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন,'এখন জার্মানীতে কয়েক দিন অবস্থান করব। বার্লিন থেকে আগামী কাল হামবার্গের উদ্দেশ্যে রওনা হব; আপনাদের কন্সটিটিউন্সীতে যাব।

মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গী ওমিড নুরপুর নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, তিনিও মুসলমান। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আজকের অনুষ্ঠানের পর মুসলমান সাংসদগণ ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট দলিল পেয়ে যাবেন। (ক্রমশ...)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 27Aug, 2020 Issue No.35

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

কুরআন করীমে যেখানেই নামাযের আদেশ দিয়েছে সেখানেই বা-জামাত নামাযের আদেশ রয়েছে।
যে ব্যক্তি অকারণে বা-জামাত নামায ত্যাগ করে, সে বাড়িতে নামায পড়লেও তার নামায গৃহীত হবে না।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: মুসলমানেরা সাধারণত বা-জামাত নামাযের প্রয়োজনীয়তা ভুলে বসেছে, যা তাদের পারস্পরিক বিবাদ ও ভেদাভেদের প্রধান কারণ। আল্লাহ্ তা'লা এই ইবাদতের মধ্যে একাধিক ব্যক্তিগত এবং জাতিগত কল্যাণ নিহিত রেখেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মুসলমানেরা সেগুলি বিস্মৃত হয়েছে। কুরআন করীমে যেখানেই নামাযের আদেশ দিয়েছে সেখানেই বা-জামাত নামাযের আদেশ রয়েছে। শুধু নামায পড়ার আদেশ কোথাও নেই। এর থেকে জানা যায় যে বা-জামাত নামায একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় নীতি, বরং কুরআন করীমের আয়াতগুলি প্রণিধান করে দেখ যে যখনই নামাযের আদেশের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে বা-জামাত নামায বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এর থেকে স্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কুরআন করীমের নিকট তখনই নামায কায়েম করা বোঝায় যখন বা-জামাত পড়া হয়; যদি একান্তই কোন বাধ্যবাধকতা না থাকে। অতএব যে ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ার কারণে, শহরের বাইরে থাকার কারণে, ভুলবশত কিম্বা অন্য কোনও মুসলমানের উপস্থিতি না থাকার কারণে বা-জামাত নামায ত্যাগ করে, এমন ব্যক্তি বাড়িতে নামায পড়লেও তার নামায হবে না, বরং সে নামায ত্যাগকারী হিসেবে গণ্য হবে।

কুরআন করীমে যেখানেই নামায পড়ার আদেশ রয়েছে 'আকিমুস সলাতা' শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। কখনই 'সাল্লু ' শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। এবিষয়টি এর স্পষ্ট দলিল যে, প্রকৃত আদেশ হল, ফরয বা আবশ্যক নামায বা-জামাত পড়া উচিত আর জামাত বিহীন নামায কেবল অনন্যোপায় হয়ে পড়া বৈধ। যেমন, কেউ দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে। কাজেই যেভাবে কেউ দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বসে নামায পড়লে অপরাধী হয়, অনুরূপভাবে কেউ যদি বা-জামাত নামায পড়ার সুযোগ পেয়েও বা-জামাত নামায না পড়ে, সে অপরাধী বলে গণ্য হবে।

বর্তমানে অনেকে এমন আছে, যারা বা-জামাত নামাযে অবহেলা করে, গল্পগুজবে মত্ত থাকে, ওদিকে নামায শেষ হয়ে যায় আর দুঃখ প্রকাশ করে যে নামায বাদ চলে গেল। তাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত, কেননা, তারা সামান্য অবহেলার কারণে অনেক বড় পুণ্য থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

(তফসীর কবীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০৫)

নিকাহ্ বন্ধন

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত মুগাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে তিনি এক জায়গায় নিকাহর প্রস্তাব দিলে আঁ হযরত (সা.) বলেন, 'মেয়েটিকে দেখে নাও, কেননা এভাবে দেখলে তোমার এবং তার মাঝের বোঝাপড়া এবং ভালবাসা সৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। (তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ)

এই অনুমতিকেও বর্তমান সমাজে কিছু মানুষ ভুল বুঝেছে এবং এর এই অর্থ বের করেছে যে একে অপরকে বোঝার জন্য সব সময় আলাদা বসে সময় কাটাতে হবে, ঘুরে বেড়াতে হবে। ..... বাড়িতেও ঘন্টার পর ঘন্টা পৃথক হয়ে একসঙ্গে বসে থাকে। এটিও ঠিক নয়। এর অর্থ হল মুখোমুখি হয়ে একে অপরের চেহারা দেখে পরস্পরকে বুঝতে সহজ হয়। কথা বলার সময় অনেক স্বভাব সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়াও বর্তমান যুগে পরিবারের সদস্যদের সামনে খাবার খেলেও কোনও অসুবিধা নেই। খাওয়ার সময়েও স্বভাবের অনেকগুলি দিক প্রকাশ পায়। আর যদি কোনও বিষয় অপছন্দনীয় মনে হয়, তবে তা প্রথমে প্রকাশ পাওয়াই উত্তম, যাতে পরবর্তীতে বিবাদের উৎপত্তি না হয়। আর যদি উন্নত স্বভাব-চরিত্র হয়, তবে এই সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া এবং ভালবাসাও বৃদ্ধি পায়। ... কখনও কখনও অনেকে সম্পর্ক হওয়ার পর ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের মুখোমুখি সাক্ষাতের ফলে এবং একে অপরের চালচলন দেখার ফলে এমন সুযোগ আসবে না। কেননা তারা একে অপরের সম্পর্কে অবগত থাকবে। কিন্তু অপরপক্ষে অনেকে এর বিপরীতেও অনেক বাড়াবাড়ি করে। ছেলে ও মেয়ে বিয়ের আগে কিম্বা দেখাশোনার সময় পরস্পরের সামনে বসতেও পারে না। এটিকে তারা আত্মাভিমানের নাম দেয়। অতএব ইসলামের শিক্ষা হল ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা। না কম না বেশি। এই নীতিই অনুসৃত হওয়া কাম্য। এরই মাধ্যমে সমাজে শান্তি বজায় থাকবে, কলহ ও বিশৃঙ্খলা দূরীভুত হবে।" (খুতবাতে মাসরূর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৩৪-৯৩৫)

[সৌজন্যে: নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান]

খুতবার শেষাংশ ...

হয়ে থাকে। মুজিবুল্লাহ্ সাদেক সাহেবের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আক্ষরিক অর্থে প্রযোজ্য। তার অমুসলিম প্রতিবেশীরা তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত ছিলেন যাদের তিনি সেবা করেছেন এবং নিজ সন্তানদের দ্বারাও তাদের সেবা করিয়েছেন। এভাবে তার অফিসের সহকর্মীরা প্রত্যেকেই তার উত্তম আচরণ, কাজের প্রতি ভালোবাসা, গাম্ভীর্যতা এবং সেই সাথে প্রত্যেক কর্মচারীর সেবা করার কথাও উল্লেখ করেছেন। কাজ করার পাশাপাশি তিনি মানুষের সেবাও করতেন। কাউকে চা পান করাতে হলেও তিনি নিজেই পান করাতেন। গত বছর আমি যখন ইসলামাবাদ স্থানান্তরিত হই তখন তার উদ্বেগের বিষয় ছিল, এখন আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে আপনার পিছনে জুমু'আ কীভাবে পড়ব, তিনি আমার সাথে সাক্ষাতের সময়ও আমাকে একথা বলেছেন। যাহোক, এ ব্যাপারে আমি তাকে আশ্বস্ত করে বলি, ইনশাআল্লাহ্ বেশিরভাগ জুমু'আ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদেই হবে কিন্তু যখন ইসলামাবাদে হবে সেখানেও আপনি আসতে পারেন। একথা শুনে তার চেহারায় পুনরায় উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। এ কারণেই তিনি তার সন্তানদের মসজিদের নিকটে রাখার জন্য খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র হিজরতের পর মসজিদ ফযলের কাছে বাসা নেন। দৈনিক তিনি এক ঘন্টা সফর করে কর্মক্ষেত্রে যেতেন কিন্তু চাইতেন সন্তানরা যেন মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এখনও তার একই চিন্তা ছিল, দূরে চলে যাওয়ার কারণে জুমু'আ কীভাবে পড়ব? যাহোক তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। নিতান্তই বিশ্বস্ত তার সাথে তিনি তার জীবন অতিবাহিত করেন আর একই বিশ্বস্ততা তিনি নিজ সন্তানদের মাঝেও সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। আল্ল াহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানসন্ততিকেও সর্বদা তার আকাঙ্ক্ষানুসারে, বরং তার চেয়েও বেশি খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করুন। তার স্ত্রীকেও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নিরাপত্তার মাঝে রাখুন এবং তার জন্য প্রশান্তি ও স্বস্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। (আমীন)

তৃতীয় জানাযাটি হল আমাদের বহুদিনের কর্মী এবং আল্লাহ্র পথে বন্দী রানা নঈমুদ্দীন সাহেব মরহুমের। তাঁর সম্পর্কে পূর্বেও উল্লেখ করেছি। গত জুমায় বর্ণনা করা হয় নি। এই জানাযাগুলির সঙ্গে তাঁর জানাযাও জুমার পর পড়াব। ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা সকলের প্রতি মাগফেরাত ও দয়ার আচরণ করুন।

বিয়ের কার্ড প্রসঙ্গে

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন-

'বিয়ের কার্ড তৈরীতেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে। নেমন্ত্রন পত্র এক টাকাতে ছাপানো যায়, এখানেও সামান্য পাঁচ-সাত পেনসে ছাপানো যায়। কাজেই নেমন্ত্রণ পত্র দেওয়াই তো উদ্দেশ্য, প্রদর্শন করা উচিত নয়। কিন্তু অকারণে ব্যয়বহুল কার্ড ছাপানো হয়। আর জিজ্ঞাসা করা হলে বলা হয় খুব সস্তায় ছাপানো হয়েছে, মাত্র পঞ্চাশ টাকায়। এই পঞ্চাশ টাকা হারেই যদি পাঁচশটি কার্ড ছাপানো হয়, তবে পাকিস্তানে পঁচিশ হাজার টাকা দাঁড়ায়। পঁচিশ হাজার টাকা কোন দরিদ্র ব্যক্তি বিয়ের সময় হাতে পেলে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় আত্মহারা হয়ে উঠবে।'

(খুতবাতে মসরূর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৪)

যুগ ইমাম-এর বাণী

আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির প্রথম সিড়ি হল নামায। যৌবনকালের ইবাদত খোদা তা'লার নিকট বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রাখে।

(২০১৯ সালে জার্মানীতে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir